

বাসন্তী হাইওয়েতে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক বাইক আরোহির। মৃতের নাম আরাবুল গাজী, বয়স ২২ বছর। বাড়ালির বাসিন্দা। ...বিস্তারিত পাতা ৩

প্রায় ছ’বছর পর বেকসুর খালাস হলেন খড়গপুরের ‘ত্রাস’ শ্রীমু নাইডু খুনের অভিযুক্তরা। ধৃত ১৩ জনকেই বেকসুর খালাস করে দেন বিচারক। ...বিস্তারিত পাতা ৫

“তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও ২৩ হাজার কোটি টাকার বেশি দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। রোজ ভালি দুর্নীতি, সারদা দুর্নীতি, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি...।” ...বিস্তারিত পাতা ৬

দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান। মঙ্গলবার সকালে মুম্বইয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হল বিশ্বকাপের সূচি। আর এরই সঙ্গে বেজে গেল বিশ্বকাপের দামামা। ...বিস্তারিত পাতা ৮

বাংলা থেকে
রাজ্যসভার ৭
আসন শূন্য
হচ্ছে, ২৪
জুলাই ভোট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুনঃ দুয়ারে বাংলার পঞ্চায়েত নির্বাচন। সেই নির্বাচন কাটতে না কাটতেই বাংলায় আরও এক নির্বাচন আসন্ন। বাংলার ৭টি রাজ্যসভার নির্বাচন হবে ২৪ জুলাই। আগস্ট মাসেই খালি হচ্ছে বাংলার ৬টি রাজ্যসভার আসন। তার মধ্যে পাঁচটিই আছে তৃণমূলের দখলে আর একটি কংগ্রেসের। এছাড়াও লুইজিনহো ফেলেরো তৃণমূল ছাড়ার পর থেকেই রাজ্যসভায় তাঁর আসনও ফাঁকা। এই ৭ আসনের নির্বাচনের কথা ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। কোন কোন আসনের আসন ফাঁকা হচ্ছে? রাজ্যসভায় তৃণমূলের ৫ সাংসদ দেলা সেন, ডেরেক ও’ড্রোন, সুমিত্রা দেব বর্মাণ, শান্তা ছত্রী ও সুখেন্দুশেখর রায়ের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। এছাড়াও কংগ্রেসের প্রদীপ ভট্টাচার্যের আসনও ফাঁকা হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই সুখেন্দুশেখর রায়ের দাঁড় করায়ে বাংলার শাসক দল। সূত্রের খবর, এইসব সাংসদের মধ্যে অধিকাংশকেই ফের মনোনয়ন



দিতে পারে তৃণমূল। তবে দু’একটি আসনে নতুন মুখকেও দাঁড় করাতে পারে তারা। এদিকে, গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লুইজিনহো ফেলেরো গত এপ্রিলেই রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। সেই আসনটির মেয়াদ রয়েছে ২০২৬ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত। তবে এই ফাঁকা আসনে একসঙ্গেই নির্বাচন হবে। তাঁর জায়গায় রাজ্যে থেকেই কাউকে তৃণমূল মনোনয়ন দেবে, নাকি রাজ্যের বাইরের কোনও নেতাকে সাংসদ করে রাজ্যসভায় পাঠাবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। একুশের নির্বাচনে তৃণমূল ২০০ বেশি আসন পাওয়ায় রাজ্যসভায় লোকসানের আশঙ্কা থাকছে না। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অনেকেই মতে, চর্চাশে লোকসভা নির্বাচন, সেই কথা মাথায় রেখেই প্রার্থী নির্বাচন করবে বাংলার শাসক দল। অন্যদিকে এবার প্রদীপ ভট্টাচার্যের আসন হারান্নেই কংগ্রেস। সেই আসন এবার দখল করবে বাংলার প্রধান বিরোধী দল বিজেপি। ফলে বাংলা থেকে আরও এক সাংসদ পাচ্ছে গেরুয়া শিবির। কিন্তু বঙ্গ বিজেপি কাকে রাজ্যসভায় পাঠাবে, তা নিয়েও জোর জল্পনা চলছে। শোনা যাচ্ছে, স্বপন দাশগুপ্ত বা অনিবার্ণ গম্ভোপাধ্যাকে চিকিট দেওয়া হতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকারকে তোপ মমতার বিজেপির আয়ু আর ৬ মাস, দেশ থেকে ধুয়ে যাবে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ জুনঃ গত শুক্রবার পাটনায় দেশের অবিজেপি দলগুলির বৈঠক হয়েছে। সেই বৈঠকের নির্ধারিত জানাতে গিয়ে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, “আমরা ঐক্যবদ্ধ। আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়ব এবং বিজেপিকে হারাব।” তারপর চার দিনও কাটেনি, চর্চাশের ভোটে বিজেপির কী হবে তা নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে চাইলেন মমতা। মঙ্গলবার দিদি পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচার সভা করেছেন জলপাইগুড়িতে। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেন, “বিজেপির আয়ু আর ছ’মাস। আমি যদি ভারতকে চিনে রাখি তাহলে চর্চাশে ওরা ধুয়ে যাবে। আগামী বছর ফেব্রুয়ারি-মার্চে লোকসভা ভোট হতে পারে বলে এদিন জানিয়েছেন মমতা। সেই হিসাব করছি ছ’মাসের কথা বলেছেন তিনি। মমতার এ হেন কথার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, “২০১৯ সালের জানুয়ারিও মাসে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত নেতাদের এনে হাত ধরে দাঁড় করিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কর্মসূচির নাম ছিল ইউনাইটেড ইন্ডিয়া র‍্যালি। তারপর কী হয়েছিল সবাই দেখেছেন। এবার আরও আগে উনি এসব করা শুরু করেছেন। ফলে ধরেই নেওয়া যায় আগের বারের থেকে বিজেপি আরও বেশি আসন নিয়ে সরকার গড়বে।” মমতা এদিন পরোক্ষ প্রদর্শনীর নরেন্দ্র মোদির আমেরিকা সফর নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। তাঁর কথায়, “গোটা দেশটাকে বেঁচে দিচ্ছে। আমেরিকাকে কত



কলকাতাতেও কিছু মুসলিমকে আমি চিনি। যারা ব্যবসা করে, কিন্তু গরিব মুসলিমদের কথা বোঝে না।” এদিন জলপাইগুড়ির সভা থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে একাধিক বিষয় তোপ দাপেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আমি বাংলার বাড়ি করে দেব। টাকা এলে করে দেব। আমি কথা দিচ্ছি। কাউকে এক ঘণ্টা দেবেন না। কেউ যদি বলে আমাকে পরসা দাও বলবেন দিদি কে বলে দেব। আমরা চাই মানুষের কাজ মানুষ করুক।” মুখ্যমন্ত্রী জানান, “তৃণমূল কোথায়

হারবে? তৃণমূল সব জায়গায় জিতবে। কার ক্ষমতা আছে তৃণমূলকে হারানোর। কোনও কোনও বিজেপি নেতা বলছেন, তৃণমূলকে ভোট দিলে ইডি, সিবিআইকে দেব। কিছুই করতে পারবে না। আগামী দিনে নরেন্দ্র মোদিকে সরানোর শপথ নেওয়ার দিন। গোটা ভারতে আমরা জোট করব। কিন্তু এখানে বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিআইএম যোভাবে কাজ করছে, তাঁদের মুখ ভোতা করে দেব। মানুষকে বিশ্বাস ঘাতকতা করতে নেই।” জলপাইগুড়ির সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএসএফ-এর গুলিতে যারা মারা গিয়েছেন, তাঁদের পরিবারকে হোজগার্ডের চাকরি দেওয়া হবে। একইসঙ্গে ২ লাখ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। যদিও মমতার দাবি, এই সিদ্ধান্ত নতুন নয়, আগেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। উল্লেখ্য, আজ দুপুরে জলপাইগুড়ির সভা থেকে আবারও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধে সরব হন মমতা। যদিও আজ সুর গতকালের তুলনায় কিছুটা নরম। বলেন, “আমি মনে করি না, বিএসএফ খারাপ। আমি শুধু তাঁদের বলব, তারা যেন নিরপেক্ষভাবে কাজ করেন।” তবে কোচবিহারে বিএসএফ-এর গুলিতে মৃত্যুর অভিযোগ নিয়ে আজও মুখ খুলেছেন তৃণমূল নেত্রী। সীমান্তরক্ষী বাহিনী যাতে নিরপেক্ষভাবে কাজ করে, সেই অনুরোধ করেন তিনি। বলেন, “আপনারা তো দেশরক্ষার কাজ করছেন। কিন্তু অত্যাচার করা উচিত নয়। মানুষের সঙ্গে মিলে কাজ করা দরকার।”

৩১৫ কোম্পানি বাহিনী দ্রুতই আসছে বাংলায়, কমিশনকে চিঠি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুনঃ অবশেষে বাহিনী নিয়ে জট কাটতে চলেছে। ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে ঠিক হবে। চিঠিতে পাঠানো চিঠিতে তৈরি হয়েছিল জট। ফলে মনোনয়ন পর্ব মিটে গেলেও, অশান্তি-হিংসার ভূরি ভূরি অভিযোগ উঠলেও সে অর্থে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দেখা মেলেনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নোডাল অফিসার বিএসএফের আইজি ও সিআরপিফের ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে কমিশন চার দফা বৈঠক করে। এরপর কমিশন সোমবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে যে তালিকা পাঠিয়েছে, তাতে কোথায় কত

কমিশন পাঠানো চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল, ৩১৫ কোম্পানির বাহিনী কোন জেলায় কত মোতায়েন হবে, তা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে ঠিক হবে। চিঠিতে পাঠানো চিঠিতে তৈরি হয়েছিল জট। ফলে মনোনয়ন পর্ব মিটে গেলেও, অশান্তি-হিংসার ভূরি ভূরি অভিযোগ উঠলেও সে অর্থে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দেখা মেলেনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নোডাল অফিসার বিএসএফের আইজি ও সিআরপিফের ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে কমিশন চার দফা বৈঠক করে। এরপর কমিশন সোমবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে যে তালিকা পাঠিয়েছে, তাতে কোথায় কত



কমিশনের যুক্তি ছিল, বাহিনী মোতায়েনের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে ঠিক করবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। কেবলমাত্র কোন জেলায় কত ফোর্স থাকতে পারে, সেরকম একটা আর্জি তারা পাঠাতে পারে। আর ঠিক এই জট্টাই আটকে ছিল বাহিনী মোতায়েন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বক্তব্য ছিল, এটা কমিশনের ঠিক করার বিষয়। আবার

বাহিনী মোতায়েন করা যেতে পারে, তার একটি প্রাথমিক খসড়া তৈরি করে। এরপরই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে বলা হয়, বাহিনী দ্রুত জেলায় জেলায় পাঠানো হবে। তবে রাজ্যের দাবি মতো বাকি ৪৮৫ কোম্পানি বাহিনীর ভবিষ্যৎ কী, সেটা বুধবার স্পষ্ট হতে পারে। বুধবার মামলার সুনানি রয়েছে।

নির্বাচন এলেই কেন চোট লাগে মুখ্যমন্ত্রীর, প্রশ্ন সুকান্ত মজুমদারের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুনঃ কপ্টার বিপর্যয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঘাত নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বালুরগাটের সাংসদের প্রশ্ন, “ভোট এলেই কেন মুখ্যমন্ত্রী পায়ে চোট পান? উনি তো জোড়াতালি দিয়ে পূজা করান। আমার মনে হয়, এটা একটু দেখা প্রয়োজন।” সুকান্তের এ হেন মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় তৃণমূল মুখপাত্র কুশল ঘোষ বলেন, “একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর আঘাত নিয়ে যারা এইসমস্ত কথা বলছেন, পঞ্চায়েতের ব্যালটে বাংলার মা-বোনরাই

জানা গিয়েছে, কপ্টার থেকে নামার সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর কোমরে ও হাতে আঘাত লাগে। এরপর বিকেলে কলকাতায় নেমে সোজা এসএসকেএম হাসপাতালে চলে যান মমতা। উড বার্ন ওয়ার্ডে তাঁর চিকিৎসা হয়। সন্টলেকের বিজেপি রাজ্য দফতরের সাংবাদিক সম্মেলনে এ ব্যাপারে সুকান্তকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, “বারবার পায়ে আঘাত পাওয়া শুভ লক্ষণ নয়। আমার মনে হয় মুখ্যমন্ত্রীও জানেন, তাঁর আসল চেষ্টা কী। সেই চেষ্টার ভবিষ্যৎ কী হতে চলেছে। সেই কারণেই তাঁকে এত উদ্ভিগ্ন দেখাচ্ছে।” গত বিধানসভা ভোটের আগে নন্দীপ্রাসে



তাঁদের যথাযথ জবাব দিয়ে দেবেন।” মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেলিকপ্টার মঙ্গলবার দুর্ঘটনার মধ্যে পড়েছিল। জলপাইগুড়ি থেকে বাগডোগরা ভোটার গোট প্রচার হুইলচোয়ারে আবহাওয়া খারাপ হওয়ায় হেলিকপ্টারটির জরুরি অবতরণ করানো হয় সেবক এয়ার বেসে।

পায়ে আঘাত পেয়েছিলেন মমতা। তারপর দিন কয়েক তাঁকে এসএসকেএমে চিকিৎসাধীনও থাকতে হয়েছিল। তারপর পায়ে প্লাস্টার নিয়ে একুশের বিধানসভা ভোটার গোট প্রচার হুইলচোয়ারে করে সেরেছিলেন তৃণমূলনেত্রী। এদিন নন্দীপ্রাসের সেই ঘটনার সঙ্গেই জুড়ে দিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সুকান্ত।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি গুঁড়িয়ে দেওয়া হল! শিল্পীর মৃত্যুর পরেই হাত পড়ল লেক গার্ডেনের বাড়িতে



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুনঃ দক্ষিণ কলকাতার লেক গার্ডেনের পোস্ট অফিসের গলিতে ঢুকলেই

এখন সেই বাড়ি থেকেই শোনা যাচ্ছে শাবল-হাতুড়ির শব্দ। ধ্বংসস্থপে পরিণত হয়েছে বাড়িটা। সেই স্থপতির নাচে উকি মারছে ‘এস. গুপ্ত’ লেখা একটা নেমপ্লেট। দক্ষিণ কলকাতার এই বাড়িটাতেই থাকতেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। মৃত্যুর ২ বছর যেতে না যেতেই সেই বাড়ি ভেঙে ফেলা হল। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্ক ভালই ছিল। অনেকেই ভেবেছিলেন সঙ্গীত শিল্পীর মৃত্যুর পর তার বাড়িটা সংরক্ষণ করা হবে। কিন্তু

সেটা হল না। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের ভাঙা বাড়ির ছবি। লেক গার্ডেনের পোস্ট অফিসের গলিটা অনেকেই চেনেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গলি বলেই। সেই গলিতেই ছিল ডি/১৬১ নম্বরের বাড়িটা। সেই বাড়ি ছিল সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের স্বামী গীতিকা-সুরকার শ্যামল গুপ্তের বাড়ি। তাই বাড়ির বাইরে নামফলকে লেখা ছিল ‘এস. গুপ্ত’। সেখানে এখন কোনও বাড়ি নেই। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল

গুপ্তের স্মৃতি বিজড়িত সামগ্রী। সেইসব ছবিই ঘুরছে বিভিন্ন মানুষের সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া। অনেকেই ফ্লাড উগরে দিচ্ছেন এমন ছবি দেখে। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের শেষ স্মৃতিটুকু মুছে যাচ্ছে প্রতিবেশীদের অনেকের চোখের কোণেই জলা। কিন্তু কেন ভেঙে ফেলা হচ্ছে গীতশ্রীর বাড়ি? জানা গেছে, এই বাড়ি ভেঙে তৈরি হবে বহুতল। প্রোমেটোরার কিনে নিয়েছেন সেই জায়গা। সন্ধ্যা-শ্যামলের কন্যা সৌমী প্রোমেটোরদের বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছেন।



কপ্টার বিভ্রাটে কোমর ও পায়ের লিগামেন্টে চোট মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুনঃ কপ্টার বিভ্রাটে পা এবং কোমরে চোট পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিকেল ৫টার কিছু ক্ষণ আগে কলকাতা বিমানবন্দরে নামেন তিনি। এর পর মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। বিমানবন্দরে আত্মল্যঙ্গের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নিজের গাড়িতেই হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা দেন। হাসপাতালে তিনি পৌঁছালে হুইলচোয়ার এনে দেন সেখানকার কর্মীরা। মুখ্যমন্ত্রী যদিও হুইলচোয়ার ব্যবহার করতে সম্মত হননি। গাড়ি থেকে নামার সময় শরীরের ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলতে দেখা যায় তাঁকে। তখনই তাঁকে ধরে নেন হাসপাতালের এক মহিলা কর্মী। মমতাকে ধরে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাসপাতালের ভিতরে ঢোকেন। স্পষ্ট বোঝা যায়, তাঁর হাটতে সমস্যা হচ্ছে।

খোঁজ নিলেন রাজ্যপাল

মমতার চোট কতটা তা পরীক্ষানির্বাহী করে দেখেন এসএসকেএমের চিকিৎসকেরা। তাঁর এমআরআই পরীক্ষাও হয়। এমআরআই-এর রিপোর্টে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর বাঁ পায়ে হাটু ও হিপ জয়েন্টের লিগামেন্টে আঘাত লেগেছে। চিকিৎসা ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে বলে জানান এসএসকেএমের ডিরেক্টর মনিময় বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন, চিকিৎসকেরা মমতাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, যাতে তিনি হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসা করান। কিন্তু ভর্তি হতে চাননি মমতা। বাড়িতে থেকেই চিকিৎসা করতে চান তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী এসএসকেএম-এ পৌঁছানোর আগেই সেখানে পৌঁছে যান রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, স্বরাষ্ট্রসচিব বিপি গোপালিকা, স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম এবং বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার

দুপুরে জলপাইগুড়ির মালবাজারে মুখ্যমন্ত্রীর পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারসভা ছিল। সভা শেষ করে জলপাইগুড়ির ক্রান্তি থেকে বাগডোগরার উদ্দেশে হেলিকপ্টারে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন সাংবাদিক বিশ্ব মজুমদার এবং মুখ্যমন্ত্রীর দেহরক্ষী স্বরূপ গোস্বামী। মাঝপথে আকাশ কালো করে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়। তিন দিকের আকাশ কালো করে আসে। পাইলট বোম্বেন এগোনা ঠিক হবে না। নাচে বৈকুণ্ঠপুরের ঘন জঙ্গল থাকায় তিনি তখনই কপ্টার নামাতে পারেননি। বাগডোগরার দিকে যাওয়ার প্রশ্ন নেই। অগত্যা তিনি গতিমুখ পরিবর্তন করে উড়তে থাকেন শিলিগুড়ির দিকে। শেষ পর্যন্ত শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে শালুগাড়ার কাছে সেবক এয়ারবেসে জরুরি অবতরণ করে মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টার। বহুতল, ওখানে যে কোনও এয়ারবেস রয়েছে, তা

কারওরই সে ভাবে জানা ছিল না। অনেকটা কপালজোরেই এয়ারবেসটি চোখে পড়ে পাইলটের। সেখানে জরুরি অবতরণ করেন তিনি। এর পর মুখ্যমন্ত্রী-সহ কপ্টারের অন্য যাত্রীদের ওই এয়ারবেসের কর্তারা নিরাপদে কাছের সেনা কার্যালয়ে নিয়ে যান। সেখানেই তাঁদের রাখা হয়। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছিল, মুখ্যমন্ত্রীর জন্য শালুগাড়ার সেনা কার্যালয়ে পুলিশ প্রহরায় গাড়ি পাঠানো হয়। সেই গাড়িতেই মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর সঙ্গীরা বাগডোগরার উদ্দেশে রওনা হন। বিকেলে বাগডোগরা থেকে বিমানে কলকাতায় ফেরেন মমতা। বিমানবন্দর থেকে মুখ্যমন্ত্রী সোজা এসএসকেএম হাসপাতালে যান। ঘটনার পরই রাজ্যপাল ফোন করে খবর নেন মুখ্যমন্ত্রীর। পরে রাজভবনের তরফে এসএসকেএমে পাঠানো হয় ফুলা দুজন আধিকারিক ফুল নিয়ে যান উডবর্ন গুয়াডে।

‘প্রধানমন্ত্রীর থেকে ১০ গুণ বেশি জেদ আমার’

নদীয়ার সভা থেকে বিজেপিকে তুলোধনা অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৭ জুনঃ মমতার সূচ্যেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচার শুরু করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নদীয়ার কৃষ্ণগুপ্ত থেকে পঞ্চায়েত ভোটের প্রচার শুরু করলেন তিনি। রাম-বাম-কংগ্রেসকে একই বন্ধনীর মধ্যে রেখে আক্রমণ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলেন, “বিরোধীরা বলছে নরেন্দ্র মোদিকে হারাতে সবাই এক হয়ে গিয়েছে। আর বাংলার কী হয়েছে? সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপির জোট হয়েছে। দেখেছেন আপনারা ছবিগুলো? একাধিক খবরের কাগজে বেরিয়েছে। সমাজমাধ্যমেও রয়েছে হেডটিং আর পোস্টার লাগিয়েছে। একই পোস্টারে পদ্মফুল ও কাণ্ডে হাতুড়ি তারা। একই পোস্টারে হাত চিহ্ন, কাণ্ডে হাতুড়ি তারা ও পয়োর প্রতীক। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাতে হবে।” অভিষেক আরও বলেন, “এখানে তো তিনটে রাজনৈতিক দল এক হয়ে গিয়েছে। সংবাদমাধ্যম নিয়ে ভাল কম কথা বলা যায়, ততই যত। সঙ্গে রয়েছে বিচার ব্যবস্থার একাংশ। রয়েছে ইডি, সিবিআই। তাদের সঙ্গে রয়েছে সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি। রামধনু জোট নেই। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এসএফআইও এবং আয়কর দফতর।” সোমবার কোচবিহারের প্রচারসভা থেকে মমতা বলেছিলেন, “আমরা দিল্লিতে বিজেপির বিরুদ্ধে মহাজোটের স্টোপ করছি। আর এখানে সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপির মহাজোট হয়েছে। এই



হয়েছে। এক জন মাত্র বিরোধী প্রার্থী রয়েছে। এই তিনটি দলই আপদ আর বিপদ। আর জোড়ফুল হচ্ছে নিরাপদ। আপনাদের ভোট আপদে না বিপদে, না নিরাপদে তা আপনাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।” উল্লেখ্য, সম্প্রতি পটনায় বিজেপি বিরোধী জোটের বৈঠকে যোগ দিতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সফরে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকও। সেই বৈঠকে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি ও সিপিএমের

সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইম্বেচুরির ছবি প্রকাশ্যে এলে আক্রমণ শুরু করে বিজেপি। গেরুয়া শিবির থেকে বলা হয়, বিজেপির বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে কংগ্রেস-সিপিএম ও তৃণমূল। পাঠানো মমতা ভোট প্রচারে নেমে বিরোধী তিন দলের জোটকে মহাজোট বলে আক্রমণ করেছেন। আর অভিষেকও দলনেত্রীর দেখানো পথে হেঁটে আক্রমণ শানালেন পঞ্চায়েত ভোটের নিচুতলায় হওয়া প্রার্থী দিয়েছে। কোথাও সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপির মধ্যে জোট নেই। মুখ্যমন্ত্রীর থেকে ১০ গুণ জেদ আমার। দিল্লির বুক থেকে টাকা ছিনিয়ে আনব। কী কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে বিজেপি নেতারা। মানুষের টাকা মোরে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। বিজেপির কোনও নেতা ভোট চাইতে আসলে বলুন, শেষ চার বছরে কি কাজ করেছেন? রিপোর্ট কার্ড কোথায়? জেনে রাখুন বিজেপি আসলে উন্নয়ন বাগাধা গুণ হবে। ২ হাজার টাকার নোট এনেছিল। কেন আজ বদল করতে হল? মোদীজি আপনার দৃষ্টিভঙ্গী বদলান।” অভিষেক বলেন, “গান্ধার, মীরজাফর বিজেপিতে। বিজেপির সব আছে মানুষ নেই। আমাদের কাছে ইডি, সিবিআই নেই। কিন্তু মানুষ আছে। ধন্যবাদ জানাই হাইকোর্টকে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জন্য। প্রতি বুধে ৫ জন করে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিন। এতে তৃণমূলের বাড়িটা আরো বাড়বে, বিজেপির ভোট কমবে। পঞ্চায়েতে ১০০ শতাংশ মনোনয়ন হয়েছে এবার। আগের বার ৪৪ শতাংশ আসনে নির্বাচন হয়নি।”

প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের জেরে স্থগিত হয়ে গেল চার ধাম যাত্রা

দেরাদুন, ২৭ জুনঃ বর্ষার প্রথম বৃষ্টিতেই বিপর্যন্ত হিমালয় প্রদেশ সহ উত্তরাখণ্ডের বিস্তীর্ণ এলাকা। এই পরিস্থিতিতে দিন দুয়েক আগেই কোলানাথ যাত্রা স্থগিত ঘোষণা করেছিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুঙ্নর সিং ধামি। এবার সমগ্র চার ধাম যাত্রা স্থগিত ঘোষণা করলেন তিনি।কেন্দ্রাানাথ ও বদ্রীনাথে খারাপ আবহাওয়ার জন্যই আপাতত, চার ধাম যাত্রা স্থগিত করা হলে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। চার ধাম যাত্রা স্থগিত করলেও প্রশাসনিক, আধিকারিকদের সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।রুদ্রপ্রয়াগ, চামোলি সহ উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। কেন্দ্রানাথ, বদ্রীনাথ এলাকায় তুষারপাতও হচ্ছে। তার জেরেই চার ধাম যাত্রা বাতিল করা হল বলে জানিয়েছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুঙ্নর সিং ধামি। তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন জায়গায় ধস নেমেছে। তার ফলে যান চলাচলেও সমস্যা হচ্ছে। চার ধাম যাত্রীদের কাছে আবেদন, তারা যেন আবহাওয়া পরিষ্কার হওয়ার পরই যাত্রা শুরু করেন। এদিকে, আবহাওয়া পরিষ্কার হতে এখনও কয়েকদিন সময় লাগবে বলেই আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস। মৌসম ভবনের তরফে সোমবারের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, উত্তরাখণ্ডের দেরাদুন ও গারওয়াল জেলায় আগামী ২৪ ঘণ্টা ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হবে। সংলগ্ন জেলাও লিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত চলবে।

একদিনের বিশ্বকাপের ট্রফি উন্মোচিত হল মহাকাশে, শুরু ট্রফি ট্যার

মুম্বাই, ২৭ জুনঃসেপ্টেম্বরে ভারতে হতে চলা একদিনের বিশ্বকাপের ট্রফি উন্মোচিত হয়েছে মহাকাশে।এই প্রথমবারের মতো পৃথিবীর বাইরে গিয়ে বিশ্বকাপের ট্রফি উন্মোচন করেছে আয়োজক দেশ ভারত। এরপর সেখান থেকে বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে গুজরাটের নরেন্দ্র মৌদি স্টেডিয়ামে অবতরণ করানো হয়েছে বিশ্বকাপ ট্রফিট্যাক্রিকিটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি জানিয়েছে , পৃথিবী থেকে এক লাখ ২০ হাজার ফুট উপরে স্ট্যাটোস্ফিয়ারে উন্মোচিত হয়েছে ট্রফিটি। এমনকি আজ মঙ্গলবার জানানো হতে পারে বিশ্বকাপের চূড়াসূচি এবং আজ থেকেই শুরু হবে ১০০ দিনের কাউন্ট ডাউন। সেই সঙ্গে আইসিসি জানিয়েছে, আজ থেকেই শুরু হতে যাচ্ছে বিশ্বকাপ ট্রফি ট্যারওট্রফি ট্যার ২৭ জুন থেকেঃআজ থেকে ট্রফি ট্যার শুরু হবে। কুয়েত, বাহরাইন, মালয়েশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, নাইজেরিয়া, উগান্ডা, ফ্রান্স, ইতালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আয়ারজ দেশ ভারত সহ বিশ্বের ১৮টি দেশে ট্রফি ভ্রমণ করবে।একদাজরে ট্রফি ট্যারের সম্পূর্ণ সময়সূচীঃ২৭ জুন - ১৪ জুলাইঃ ভারত১৫ - ১৬ জুলাই নিউজিল্যান্ড১৭ - ১৮ জুলাইঃ অস্ট্রেলিয়া১৯ - ২১ জুলাইঃপাওয়া নিউ গিনি২২ - ২৪ জুলাইঃ ভারত২৫ - ২৭ জুলাইঃমার্কিন যুক্তরাষ্ট্র২৮ - ৩০ জুলাইঃওয়েস্ট ইন্ডিজ৩১ জুলাই - ৪ আগস্ট পাকিস্তান৫-৬ আগস্টশ্রীলঙ্কা।৭-৯ আগস্টবাংলাদেশ।১০-১১ আগস্ট কুয়েত১২-১৩ আগস্ট বাহরা ইন১৪-১৫ আগস্ট ভারত১৬-১৮ আগস্টঃ ইতালি১৯-২০ আগস্টঃ ফ্রান্স২১-২৪ আগস্টঃ ইংল্যান্ড২৫-২৬ আগস্টঃ মালয়েশিয়া২৭-২৮ আগস্টঃ উগান্ডা২৯-৩০ আগস্ট নাইজেরিয়া৩১ আগস্ট - ৩ সেপ্টেম্বরঃসাঁউ থে আফ্রি কা৪ সেপ্টেম্বর থেকেঃভারত।

গুড়াপে ভয়ংকর দুর্ঘটনায় মৃত ৩

হুগলি, ২৭ জুন : হুগলির গুড়াপে ভয়ংকর দুর্ঘটনা মৃত্যু হল ৬ জনের। গাড়ি কেটে দেহগুলি উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সোমবার গভীর রাতে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।জানা গিয়েছে, মৃতদের আত্মে বর্ধমানের বাসিন্দা। মেয়ের কাছে বেঙ্গালুরুতে গিয়েছিলেন তারা। সোমবার রাতে কলকাতা বিমানবন্দরে নামেন তারা। এরপর গাড়িতে দুর্গাপুর এক্সপ্রেস গন্তে ধরে বর্ধমানে ফিরছিলেন তারা। হুগলির গুড়াপে মকিনান ব্রিজের কাছে ঘটে দুর্ঘটনা। একটি লরির পিছনে ধাক্কা মারেন গাড়িটা। এরপর ওই চারচাকা গাড়ির পিছনে ধাক্কা মারে আরও একটি গাড়ি। দুটি গাড়ির মাঝে আটকে পড়ে ছোট গাড়িটা চুরমাচ হয়ে যায় গাড়িটা। বিষয়টি খেতে পেয়ে প্রত্যয়েই স্থানীয়রা উদ্ধার কাজে ছাড় লাগায়। খবর দেওয়া হয় হুগলির গ্রামীণ পুলিশের গুড়াপ থানা ও বর্ধমানে জমালপুর থানায় পুলিশ।

ভোপালে পাঁচটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের শুভ সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী মৌদী

ভোপাল, ২৭ জুন : মধ্যপ্রদেশের ভোপালের রানি কমলাপতি স্টেশন থেকে সবুজ সজ্জিত দেখিয়ে পাঁচটি বন্দেভারত এক্সপ্রেসের শুভ সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মৌদী। মঙ্গলবার রানি কমলাপতি স্টেশন থেকে দুটি বন্দে ভারত ট্রেন একযোগে ইন্দোর এবং জব্বলপুরের উদ্দেশ্যে ছেড়েছে।এর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী আরও তিনটি বন্দে ভারত ট্রেনের উদ্বোধন করেন।নতুন ৫টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস পাটনা-রাঁচি, মুম্বই-গোয়া, বেস্ফালুরু-হুবলি, ভোপাল-ইন্দোর এবং ভোপাল-জব্বলপুর রুটে চলবে। অর্থা বলা যায় যে একইদিনে বিহার, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, গোয়া, কর্ণাটক এবং মধ্যপ্রদেশে তাদের রাজ্যের জন্য



বন্দো ভারত এক্সপ্রেস পেল। এদিন সকাল সাড়ে ১০টায় বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ বিমানে ভোপালের রাজাভোজ বিমানবন্দরে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী মৌদী। তাঁকে এখানে স্বাগত জানান রাজাপাল মাদুভাই প্যাটেল, মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ড. নরোত্তম মিশ্র এবং বিজেপি রাজ্য সভাপতি ভিডি শর্ম।। এরপর সড়কপথে রানি কমলাপতি স্টেশনে পৌঁছান

প্রধানমন্ত্রী মৌদী। এখানে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, রাজ্য বিজেপি সভাপতি বিষ্ণু দত্ত শর্মা, শিক্ষামন্ত্রী বিশ্বাস সার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর, জ্যোতিরাদিভা সিন্ধু। প্রধানমন্ত্রী মৌদীর সঙ্গে রেলমন্ত্রী অশ্বিনি বৈষ্ণবও উপস্থিত ছিলেন।রানি কমলাপতি স্টেশনে প্রধানমন্ত্রী মৌদী প্রথমে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ভিতরে যান এবং সদ্য চালু হওয়া বন্দে ভারত ট্রেনে ভ্রমণ করা শিক্ষার্থীদের সাথে দেখা করেন। ট্রেনে সাগর পার্বলিক স্কুলসহ অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রধানমন্ত্রীকে নিজের হাতে আঁকা ছবি উপহার দেন। স্টেশনে উপস্থিত লোকজন প্রধানমন্ত্রীকে তাদের মাথে

পেয়ে উচ্ছ্বসিত। প্রধানমন্ত্রী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস থেকে স্কুলের শিক্ষার্থী এবং ক্রু সদস্যদের সাথে আলাপচারিতার পর বেরিয়ে আসেন। এরপরে তিনি সবুজ সজ্জতে দেখিয়ে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের শুভ সূচনা করেন।মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান টুইট করেছেন, ‘মধ্যপ্রদেশের সাড়ে আট কোটি মানুষের পক্ষ থেকে, আমি রাজাভোজ বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মৌদীকে স্বাগত জানাই এবং অভিনন্দন জানাই। যিনি একটি গৌরবান্বন, শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধশালী ভারত গড়তে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। আপনার আগমনে আমরা সবাই অভিভূত এবং মধ্যপ্রদেশ ধন্য হয়েছে।

লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি নির্মাতা বিজ্ঞানী জন বি. গুডেনাফ প্রয়াত



ল্যাবরেটরিতে গবেষণা বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করেন। সেইসময় তিনি র‍্যামের উন্নয়নকল্পে দলের একজন সদস্য হিসেবেও কাজ করেন। তার র‍্যাম নিয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কাজ অববিচিত্র আচার্যদের সহযোগী ধারণা দেয়, যেটি জন-টেলার বিকৃতি নামে পরিচিত এবং অক্সাইড ম্যাটেরিয়াল ও চৌম্বক সাইন নিয়ে পমিএইচডিভে পড়েছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি ইয়েল এর ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে যুক্ত ছিলেন।গুডেনাফ তার প্রাথমিক ক্যারিয়ারে এমআইটির লিংকন

দশ রঙের সাইনবোর্ড ১৯৭০ এর দশকের শেষ ও ১৯৮০ এর দশকের শুরুর দিকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অজৈব রসায়ন ল্যাবে তার কারিয়ার শুরু করেন। সেখানে থাকা অবস্থায় তিনি LixCoO2 শনাক্তকরণ ও উন্নয়ন নিয়ে কাজ করেন। যেটি ক্যাথোড হিসেবে লিথিয়াম আয়ন ব্যাাটরিতে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে বহনযোগ্য ই-লেকট্রনিক ডিভাইসসমূহে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যদিও সনি তাদের প্রযুক্তির

বাণিজ্যিক প্রসারে খুবই দায়িত্ববান, তবুও গুডেনাফকে মূল কাজ লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি শনাক্ত ও উন্নয়নে সমাদৃত করেন। ২০০১ সালে রিচার্জবল ব্যাটারির উন্নয়ন ও আবিষ্কারের জন্য তাকে জাপান পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।১৯৮৬ সাল হতে তিনি অস্টিনে অবস্থিত টেক্সাস ইউনিভার্সিটির ক রেল স্কুল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যান্ত্রিক প্রকৌশল ও তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই সময়ে তিনি কঠিন ও তড়িৎসায়নের ডিভাইসসমূহে আয়নিক পরিবাহিতা নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি ও তার দল সেখানে থাকা অবস্থায় LixFePO4 আবিষ্কার করেন, যেটি কম খরচে মেশিন যন্ত্রপাতি ও হাইব্রিড বৈদ্যুতিক যানে নিরাপদে ব্যবহার করা যাবে। তার দল ফুয়েল সেলের জন্য ইলেকট্রোড ও ইলেক্রোলাইট শনাক্ত করতেও সক্ষম হন। তিনি বর্তমানে ডার্জিনিয়া এইচ. ককেনেল কনটিনিয়াল প্রকৌশল বিভাগে দায়িত্বরত ছিলেন।

রাষ্ট্রায় নয়, আদালতে

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন :গুপ্তি কর্তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রায় আর প্রতিবাদ করেন না কুন্তীগীরদের, সব বুঝে নেনেন কোর্টে। জানিয়ে দিলেন ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলরত কুন্তীগীররা। সোমবার সকালে টুইট করে বিশেষ ফোণাট, বজরং পুনিয়ারা জানিয়েছেন, ‘‘যতক্ষণ না

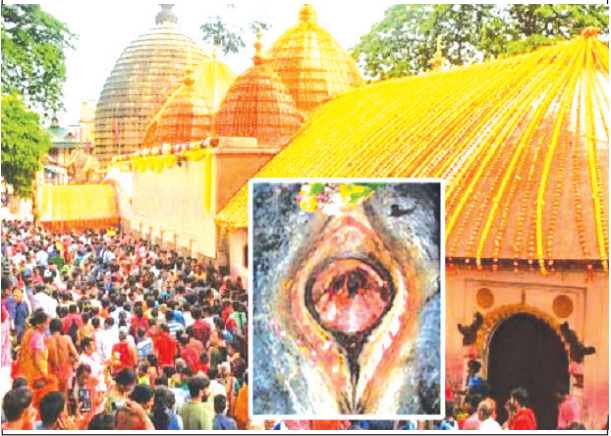
লড়াই চলবেঃব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নয়া সিদ্ধান্ত কুন্তীগীরদের

করবে। প্রসঙ্গত, আদালতে ব্রিজভূষণের চার্জশিট জমা পারার পর নিজেদের সিদ্ধান্তে বদল এনেছেন কুন্তীগীররা। তাঁরা এবার আদালতে নিজেদের আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। অস্পীপঞ্জরী কুন্তীগীররা রাষ্ট্রা বসে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন

ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে। ভারতীয় কুন্তি সংস্থার প্রধানের বিরুদ্ধে যৌনিগ্রহের অভিযোগ করেছিলেন বজরং পুনিয়া, সাক্ষী মালিক, বিনীত ফোগটের মতো কুন্তিগিররা। কিন্তু আর তাঁরা রাষ্ট্রায় সবসেন না। এ বার থেকে কোর্টেই লাবেন বজরংরা।

তত্ত্বমন্ত্রের স্পর্শ সংবলিত কামাখ্যা মন্দিরের প্রাচীন ও অলৌকিক কাহিনি

গুয়াহাটি, ২৭ জুন : দেবী সতীর ৫১ শক্তিপীঠের মধ্যে অন্যতম শক্তিপীঠ কামাখ্যা মন্দির। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৮০০ কিলোমিটার উপরে কামাখ্যা মন্দির অসমের রাজধানী গুয়াহাটির নীলাচল পাহাড়ে অবস্থিত। তত্ত্বমন্ত্রের স্পর্শ সংবলিত মন্দির সম্পর্কে অনেক প্রাচীন ও অলৌকিক কথা প্রচলিত রয়েছে। পৌরাণিক মতে, ভগবান বিষ্ণু যখন চক্র দিয়ে,সতীর দেহকে টুকরো টুকরো করেছিলেন, তখন এই নীলাচল পাহাড়ে কামাখ্যায়মে দেবীর যোনি কেটে পড়ে।প্রত্যেক বছর অনুব্রাতের তিন বা চারদিন মন্দিরের দরজা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকে। এ সময় পূজা-পার্বণ সমস্ত কিছু বন্ধ থাকে। বলা হয়, মা কামাখ্যা এ সময় রজঃস্ফা হন। এ সময় শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামে আধ্যাত্মিক শক্তি অনেক বেড়ে যায়। তাই অনুব্রাতি উপলক্ষে আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য দেশ-বিদেশের বিভিন্ন



প্রান্ত থেকে অসংখ্য সাধুসন্ত ভক্ত এসে উপস্থিত হন কামাখ্যা ধামে।অনুব্রাতি উপসব কৃষির সঙ্গেও যুক্ত।ফলে এই উৎসবকে এখানকার মানুষজন খুব শুদ্ধাচারে নিয়মিতির মাধ্যমে উসাহের সঙ্গে পালন করেন। অনুব্রাতি মেলাকে কুন্ত মহাৎসবের সঙ্গেও তুলনা করেন অনেক

সাধুসন্ত। অনুব্রাতি শব্দের অর্থ জল বৃদ্ধি। সূর্যদেব আত্মা নক্ষত্রে গমন করলে বর্ষা।কাল শুরু হয়। সূর্যদেব আত্মা নক্ষত্রের প্রথম পদে অবস্থানকালে অর্থাৎ রাশিচক্রের মিথুন রাশির ৬ ডিগ্রি ৪০ মিনিট থেকে ১০ ডিগ্রি পর্যন্ত অর্থাৎ ৬ ডিগ্রি ২০

মিনিট) সময়কালে ধরিত্রী ঋতুমতী হন। ধরিত্রী-মা সিন্ত্র এবং উর্বরা হয়ে ওঠেন। শাস্ত্রমতে এই সময়কাল অনুব্রাতি।অন্যদিকে, ১৯৭০ সাল থেকে রাষ্ট্রপুঞ্জের নির্দেশনায় প্রতি বছর ২২ এপ্রিল দিনটিকে সারা পৃথিবীতে ধরিত্রী দিবস হিসেবে পালন করা হয়। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যারা ঘাটঘাটি করেন, তাঁরা বলেন, সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতীয়রাও কিন্তু নিজেদের মতো করে ধরিত্রী দিবস পালন করে আসতেই অনুব্রাতি বা অনুব্রাত বা অমাবতী নাম দিয়ে।

বেদ-পুরাণ সর্বত্রই বসুন্ধরার উল্লেখ করা হয়েছে, ধরিত্রী মাতা বলে। শুধু তা-ই নয়, আর্যদের আগমনের অনেক আগে থেকেই অস্ট্রিক সভ্যতার মানুষেরা বিভিন্ন নামে ধরিত্রী মাতার পূজা করে এসেছেন এবং এখনও করছেন।

২৫ বছর বয়স হলেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আবেদন করা যাবে, ঘোষণা মমতার

কলকাতা, ২৭ জুন : মাত্র ২৫ বছর বয়স হলেই রাজ্য সরকারের প্রকল্প ‘ লক্ষ্মী ভান্ডার’এর জন্য আবেদন করতে পারবেন যে কোনও মহিলা। সোমবার কোচবিহারের দক্ষিণ বিধানসভার চান্দামারিতে প্রাণনাথ হাইস্কুল প্রাক্ষরেন সভা থেকেই এমনটাই ঘোষণা করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ জেলাতে ৬৫ হাজার মেয়েকে রূপশ্রীর টকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র সরকার বার্ষিক ভাতার টাকা পাঠানো কমিয়ে দিচ্ছে। আমরা কিন্তু দিয়ে যাচ্ছি। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারও আমরা চালিয়ে নিয়ে যাব।’এই প্রকল্প খাতে এখন রাজ্য সরকারের বার্ষিক খরচ দাঁড়িয়েছে ১৩ হাজার ২০০ কোটি টাকা। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে জিতে সরকার মহিলাদের হাতে নগদের জোগান নিশ্চিত করতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প চালু করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই বছর সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি

আর্থিক সহায়তা পাঠিয়ে চালু হয়েছিল প্রকল্প। তারপর দুয়ারে সরকার শিবিরের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা নেওয়া শুরু হয়। সর্বমিলিয়ে বর্তমানে উপভোক্তার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২ কোটি। ৫৯ বছর পর্যন্ত বয়সী মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য আবেদন জানাতে পারবেন। ৬০ বছর বয়স হলেই লক্ষ্মী ভাণ্ডারের প্রাপকোরা পাবেন বার্ষকা ভাতা। এক বাড়িতে ৩ জন খালা থাকলে ৪জনই পাবেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য আবেদন করতে। এই প্রকল্পে তফসিলি জাতি ও উপজাতির উপভোক্তারা প্রতি মাসে ১ হাজার টাকা করে পান। বাকিরা পান ৫০০ টাকা করে।উল্লেখ্য, রবিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম-২ নং ব্লকে প্রচারে গিয়েছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেখানেই তিনি বলেন, ৫০০ টাকা নয়, বিজেপি ক্ষমতায় এলে প্রতি মাসে মহিলারা পাবেন ২০০০ টাকা।

এদিন মমতা তাঁর নাম না নিয়েই এই বিষয়ে আক্রমণ শানিয়েছেন। বসেছেন, ‘ আবার বলছে ওরা ক্ষমতায় এলে নাকি লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ৬ হাজার টাকা করে দেবে। আমি বলছি ১৫ লাখ টাকা করে তো দেবে বলেছিল। দিয়েছে? কারও ব্যাঙ্কের প্রচারে নামলেন দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। নদিয়া জেলা থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচার শুরু করবেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক। মঙ্গলবার দুপুর ১টায়া হ’সখাশিত্তে জনসভা করবেন অভিযেক। এরপর দুপুর ২ টায় মুর্শিদাবাদের ডোমকলে বোড-শো রয়েছে তাঁরা। নির্বাচনে আগে বর্ধমান, বীরভূম, আলিপুরদুয়ার, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, পুরুলিয়া, বাকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুরে সহ একাধিক জেলায় প্রচারে ছিলেন তিনি।

দেশে করোনায় আক্রান্ত মাত্র ৩৩ জন, সক্রিয় রোগী কমে ১৬০৬

নয়াদিল্লি, ২৭ জুনঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ নামমাত্র, বিগত ২৪ ঘণ্টার দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৩৩ জন। সোমবার সারাদিনে ভারতে করোনায় কারও মৃত্যু হয়নি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,৬০৬-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯০৩।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৮ হই হয়েছেন ৪,৪৪,৬০৫,৫২৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘণ্টায় টিকা পেয়েছেন ৩৫৯ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৩৭,৩২৬ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৬ জুন সারা দিনে ভারতে ৫৭,৪০৮ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যান্স্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে এনকাউন্টারে মৃত্যু খুন-ডাকাতিতে অভিযুক্ত দুষ্কৃতির

লখনউ, ২৭ জুন : উত্তরপ্রদেশে এনকাউন্টারে মৃত্যু হল খুন-ডাকাতিতে অভিযুক্ত দুষ্কৃতির মহমদ গুফরানা। দীর্ঘ দিন ধরেই পুলিশ তাকে খুঁজছিল। অবশেষে মঙ্গলবার ভোরে কৌশাম্বী জেলায় উত্তরপ্রদেশ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় গুফরানার।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন কৌশাম্বীর সমদা সুগার মিলের কাছে ওই দুষ্কৃতির ডেরা ঘন দিলেছিল পুলিশ। অভিযোগ, পুলিশকে দেখে সে বাহিকে চেপে পালানোর চেষ্টা করে। এরপরই পুলিশ তাকে ঘিরে ফেলে। গুফরানাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়। ভোর ৫টা নাগাদ এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় তার। ঘটনাস্থল থেকে বাইক এবং পিস্তল উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, গুফরানের বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় মোট ১৩টি মামলা ছিল। একাধিক খুন, খুনের চেষ্টার ঘটনায় অভিযুক্ত ছিল সে। এছাড়া প্রতাপগড় এবং সুলতনপুরের তরকিভিত্তেও তার নাম জড়িয়ে গিয়েছিল। পুলিশের স্রেমে ধূলা দিয়ে পালিয়ে বেরাছিল এই দুষ্কৃতি। গুফরানের মাধার দাম ১ লক্ষ ২৫ হাজার টম্ব ধার্য করা হয়েছিল। তার খোঁজ দিতে পারলে বা ধরিয়ে দিতে পারলে ওই পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল পুলিশ।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে মশাবাহিত রোগ সম্পর্কে জনসচেতনতার লক্ষ্যে ডেঙ্গু ও চিকনগুনিয়া এবং ম্যালেরিয়া সম্পর্কে



সাগর,২৭জুনঃ মঙ্গলবারথেকে সপ্তাহ ব্যাপী সাগরের চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে মশাবাহিত রোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা র লক্ষ্যে ডেঙ্গু ও চিকনগুনিয়া এবং ম্যালেরিয়া সম্পর্কে আলোচনা শিুরি, র‍্যালীও মশাবাহিত রোগ থেকে কীভাবে নিরাপদ জীবনযাপন করা যাবে তা নিয়ে আলোচনা,সমাবেশ ,পথনাটিকা, কিশু আবৃত্তি পরিবেশিত হল,চলবে সপ্তাহ ব্যাপী।জনসচেতনতা জ্ঞান বৈশিষ্ট্য প্রচার পত্র ও বিলিকরা হয় অভিভাবক দেৱা,সেই সন্ধে বর্তমানে একটি জলন্ত ভয়ংকর বিপদ করোনা ভাইরাস সম্পর্কে কিভাবে সাবধান নতা য থাকা যায় ও করোনা ভাইরাস কিভাবে ছড়ায়, তার প্রতিষেধক কি করা উচিত ও কি করা উচিত নয় সেই সম্পর্কে জনসচেতনতা র লক্ষ্যে আলোচনা সভা,প্রচার পত্র বিলি শুরু হলচলবে সপ্তাহ ব্যাপী।জল বাহিত রোগজীবাণু সংক্রমণ থেকে ছোট্ট শিশু দের কিকি সাবধাতা অবলম্বন করতে হবে সেই বিষয়ে ও আলোচনা করা হবে।৭০৬, ২২১৮ ৯১ ৭৩৮৪৯ ৭১৯৪৮বিদ্যালয়ে তারাপ্রাপ্ত শিক্ষক তাপস মণ্ডল বলেন তে বাড়ির কাছাকাছি কিংবা আসেপাশে তাতে জল না জমে থাকে সেবিষয়ে সকল কে সজাগ ও সচেতন হতে হবে সেইসঙ্গে রাতে অবশ্যই প্রত্যেকে বাড়িতে মশারি ব্যবহার করতে হলে। বাড়িতে ব্যবহৃত শৌচাগার ও প্রস্রাবাগর গুলি তে প্রায়শই ফিনাইল ব্যবহার করতে হবে। মশার আক্রমণ থেকে বাঁচতে আমরা কখনো কখনো বাড়িতে মশাতাড়ানো ধূপ কিংবা ডিম রাখার ক্যারেট আগুন ধরিয়ে ব্যবহার করা, কিন্তু এসব থেকে বিপদ ঘটতে পারে,তাই বিরত থাকা ভালো।২৭০৬, ১২৪৪০ ৯১ ৭৩৮৪৯ ৭১৯৪৮বিদ্যালয়ে র চারপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় ব্লিচিং পাউডার ও ফিনাইল ঝাড়ানো হয়।

ভারতীয় দর্শনের পাণ্ডুলিপির প্রদর্শনী কলকাতায়



কলকাতা,২৭জুনঃভারতীয় দর্শন শাস্ত্র ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত প্রামাণ্য পুঁথি পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থ সমূহের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে কলকাতার মনোহরপুকুর রোডে গীতা ভবনে তৈরি হয় ডক্টরেদান্ত রিসার্চ সেন্টার। এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সুইডেনের গোথেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি'র এক ছাত্র ফার্দিনান্দো সারদেল্লা। ফার্দিনান্দো তাঁর গবেষণার জন্য পাণ্ডুলিপি ও দুষ্প্রাণ্য গ্রন্থের খোঁজে ভারতে এসেছিলেন। ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা ও মহান দার্শনিক ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী বা শ্রীল প্রভুপাদের সেক্রেটারি সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে প্রায় তিন হাজার পুস্তকে ও পাণ্ডুলিপি ছিল।এই সব রত্নরাজি তিনি নিজের সংগ্রহে নিয়ে আসেন। এর মধ্যে ছিল ১৮৫০ থেকে ১৯৪০ এর দশকের বাংলা, ইংরেজি সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় রচিত বহু দুষ্প্রাণ্য পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি । তিনি দেশে ফিরে যাওয়ার আগে সংগৃহীত সব গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি সমূহের সংরক্ষণের জন্য তাঁর অস্ট্রেলিয়া বস্তু ডেনিস হ্যারিশনের সহযোগিতায়, ডক্টরেদান্ত রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির দুষ্প্রাণ্য পুস্তকগুলির সংরক্ষণের কাজ দিয়ে শুরু করে এই প্রতিষ্ঠান বর্তমানে কলকাতা ছাড়াও মুম্বাই, পুণে ও নুইতে তাদের শাখা বিস্তারের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জায়গায় গচ্ছিত ও নষ্ট হতে থাকা পাণ্ডুলিপি ও দুষ্প্রাণ্য গ্রন্থগুলি সংরক্ষণ এবং ডিজিটাইজেশনের কাজ করে চলেছে। ডক্টরেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের পুস্তকের কর্মকাণ্ড এবার প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হল কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে ইসকন আয়োজিত রথযাত্রা মেলায়। সেখানে প্রতিদিনই হাজার হাজার মানুষ এই প্রদর্শনী দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন। ডক্টরেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের ডিন, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলরায় লীলা দাস বলেন,লক্ষ্য হল সারা সব দুর্দৃশ্য পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। সারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা, দেশের গৌরব, এমনই এক কোটিরও বেশি পাণ্ডুলিপি নষ্ট হতে বসেছে। এই সম্পদ সংরক্ষণ করে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরাই তাঁদের মূল লক্ষ্য।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা
কলকাতা,২৮জুন মঙ্গলবার, ১২ আষাঢ় মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৮জুনঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যদ, কলিঃ৫২১৩, সৌরঃ ১২ আষাঢ়মাস, চান্দ্র ৭ মঘশূধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭১ বিক্রম সাধ, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১২ আষাঢ় মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিলিঃ১২ আষাঢ়মাস ১৯৪৪,মৈতৈঃ১১ শজিব্ব, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপূজার গতযশূধন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অন্তঃরাতি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্র পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাতিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৭৬৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাতিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবহিজ রাতিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০১ঃ৩২ঃ১৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাতি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৬ঃ০২ থেকে - ০৬ঃ৫০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাতিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত।গ্রন্থকুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪ঃ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৭৫৩৬৯ (২৬) ২ পদবৃধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃক্ষপতিঃ ১০২৯৪২২৬ (২৫) ৬ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪
আবহাওয়া
বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৬.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০২এড্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলা।। আংশিক অর্ধ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৭৮শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে সোমবার। জেয়ার-সকাল ১১টা ২০ মিনিট এবং রাত্১১টা ২০মিনিটহরা।ডীঃসকল- ১১টা ২০মিনিট।রাঃ১১টা২০মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৭মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ৬ টা ১৬ মিনিটে
রাশিফল
মেঘরাশিঃআপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন বুধত রাশিঃআপনার মন ভাল। জিনিদের প্রতি আগ্রহী হন। যারা এদ্যাবধি অথবা অর্থ ব্যয় কর্কিছ মিথুন রাশিঃআপনার ক্ষমতা। শক্তি বেশী থাকবে। আপনি আজ একটি ইতিবাচক আভা নির্গত করবেন এবং ভাল মনের সাথে আপনার বাড়ি থেকে বেরিয়ে। কর্কট রাশিঃআপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন যেমন সন্দেহ নিক্সাহ বিশ্বেসের অভাব লোভ অঙ্গীকার অহংকার এবং ঈর্ষা। একদিনের জন্য বা। সিংহ রাশিঃকিছু মানুষের মনে হতে পারে যে আপনি নতুন কিছু শেখার পক্ষে বেশিই বয়স্ক- কিন্তু একদমই সত্য নয়-আপনার প্রখর কন্যা রাশিঃ পরিশ্রমে বিকল্প নেই। সংসারে শান্তি নেই আজ তুলা রাশিঃকিছু আত্মপ্রদমনের জন্য অফিস থেকে ভাতাভাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন। শুভদিন বৃশ্চিক রাশিঃআপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন ধনু রাশিঃস্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আজ, আপনি আপনার পরিবারের সিনিয়রদের কাজ থেকে আর্থিক পরিচালনা এবং সংরক্ষ রাশিঃনিজের মত জানাতে দ্বিধা করবেন না। আত্মবিশ্বাসের অভাব আপনার পরিস্থিতি কে আরো জটিল করে দেয় আজ কুজ রাশিঃগণ্যন পরিভ্রাণ আনবে। আপনি সমজ্ঞেই লুপন-অনাদায়ী ঋণ জোগাড় করতে পারবেন- বা নতুন প্রকল্পে কাজ করার জন্য পুঁজির অনুগ্রহ করতে পারেন। সংসারে শান্তি। মীন রাশিঃআপনার আকাঙ্ক্ষা এবং উচ্চাশা ভয় দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে। এটি মোকাবিলা করতে আপনার কিছু সঠিক উপদেশ দরকার। আজ আপনার বাড়ির বাইরে যাওয়ার

হৃদরোগে প্রয়াত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের স্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুন : হৃদরোগে প্রয়াত কালীঘাটের কাকু সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের স্ত্রীরা। মঙ্গলবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের স্ত্রী বাণী ভদ্রের। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন বাণীদেবী। সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র শ্রেফতার হওয়ার আগে তাঁর হৃাটর প্রতিস্থাপন করা হয়। নিয়োগ দূনীতি মামলায় স্বামীর শ্রেফতারির পরই আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের স্ত্রী বাণী ভদ্র। সোমবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। এরপরে চিকিৎসকদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু, শেষরক্ষা হয়নি। তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। মঙ্গলবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁরা। স্ত্রীর মৃত্যুতে প্যারোলে বাড়িতে ফিরতে পারেন সুজয়কৃষ্ণ। যদিও তাঁর আইনজীবীর দাবি, এখনও পর্যন্ত সেরকম কিছু প্রসেস হয়নি। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দূনীতি মামলায় ইউিডির হাতে শ্রেফতার হন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। তদন্তকারীদে়র দাবি, এই মামলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হতে চলেছে এই সুজয়কৃষ্ণের। ২৮ জুন অবধি তাঁর জেল হেফাজত হয়েছে। প্রেসিডেন্সি সশোধনাগারে রয়েছেন তিনি। আদালত অনুমতি দিয়েছে, তাকে জেলে গিয়ে জেরা করা যাবে। প্রেসিডেন্সি জেল কর্তৃপক্ষকে আদালত বলেছিল, জেলের ভিতরে সুজয়ের গতিবিধি সিসিটিভির আওতায় রাখতে হবে। সেই ফুটেজ সংরক্ষণ করতে হবে। একইসঙ্গে জেলে তাঁর সঙ্গে কারা দেখা করতে আসছে সেই ফুটেজও সংরক্ষণ করার কথা বলা হয়।

১৫৩ জনকে শিক্ষারত্ন পুরস্কার দেওয়া হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুন : চলতি বছরেও রাজ্যজুড়ে সর্বাধিক ১৫৩ জনকে শিক্ষারত্ন পুরস্কার দেওয়া হবে। রাজ্যের শিক্ষাদফতর এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। প্রতিবছর শিক্ষক দিবসের দিন সারা রাজ্য থেকে সেরা শিক্ষকের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। বিজ্ঞপ্তিতে পুরস্কারের অবদান জানানোর জন্য শিক্ষকদের নিজস্ব কর্মকাণ্ড তুলে ধরে প্রবন্ধ পাঠাতে বলা হয়েছে। কোন জেলা থেকে কতজন শিক্ষককে এবছর শিক্ষা রত্ন দেওয়া হবে তাও ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। যাচ্ছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা থেকে সর্বোচ্চ ১০জন শিক্ষককে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। কলকাতার ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ৬। পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, আলিপুরদুয়ার ও অন্যান্য ছোট জেলাগুলির ক্ষেত্রে ৪ জন করে শিক্ষককে এবছর শিক্ষা রত্ন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দুর্নীতিমুক্ত পঞ্চায়েত গড়ে তোলার ডাক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুন : বিজেপি দূনীতিমুক্ত পঞ্চায়েত গড়ে তোলার ডাক দিয়েছে। কলকাতায় আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে ভোটের আগে দলের ঝঞ্ঝেস্তহার বা সংকল্প পত্র প্রকাশ করে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানিয়েছেন, ক্ষমতায় এলে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায দুর্নীতি এবং এই প্রকল্পে যে অসাধুচক্র কাজ করছে তা দূর করবে। উচ্ছ্বলা বোজা,জননধা যোজনার মত কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিতে উপযুক্ত উপভোক্তারা যাতে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা পায় তা সুনিশ্চিত করবে এবং কোন পক্ষপাত মূলক আচরণ করবে না। জেলা পরিদদ স্তরে আয়ভিত্তিক জনগণনা, রাজ্যের সব কৃষককে কৃষক সম্মান নিধি যোজনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এছাড়া স্বাস্থ্য,শিক্ষা, আইন শৃঙ্খলা,গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ একাধিক ক্ষেত্রে সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

ডাকাতির আগেই ধৃত এক

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৭ জুন : জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় ডাকাতির আগেই দক্ষি্ন বারাসত থেকে ধৃত এক জনকে মঙ্গলবার জয়নগর থানা থেকে বারইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। সোমবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আই সি এ প্রকল্পে চাটাজীর নিরেশে মেনে পুলিশের বিশেষ টিমের হাতে ডাকাতির আগেই শ্রেফতার হয় এক দম্পতি। ধৃতকে মঙ্গলবার জয়নগর থানা থেকে বারইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

ব্যাঁটারা-কান্ডে ঘটনার আট দিনের মাথায় গ্রেপ্তার আরও ১, এখনো পর্যন্ত উদ্ধার মোট ২ লক্ষ টাকা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ জুন : হাওড়ার ব্যাটারা-কান্ডে ঘটনার আট দিনের মাথায় গ্রেপ্তার আরও ১। গ্রেপ্তার বেড়ে ২। এখনো পর্যন্ত উদ্ধার মোট ২ লক্ষ টাকা। বাকি টাকা, আগ্নেয়াস্ত্র এবং গ্যাংয়ের অন্যান্যদের খোঁজে চলছে তদন্ত। গত ১৯ তারিখ ব্যাটারার বেনারস রোডে প্রকাশ্যে রাষ্ট্রায় ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ১১ লক্ষ টাকা ভর্তি ব্যাগ ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছিল। ওইদিন দুপুর ১-৫০ নাগাদ প্রকাশ্যে রাষ্ট্রায় ব্যবসায়ীর টাকা ভর্তি ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালায় সশস্ত্র দুষ্কৃতরা। অনেকটা হিন্দি সিনেমার চিত্রনাট্যের মতো বাইকে চেপে এসে দুষ্কৃতিরা লুট করে নিয়ে পালায় টাকার ব্যাগ। আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে পিস্তলের বাট দিয়ে মাথায় মেরে ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়েছিল দুষ্কৃ্তী দলটি। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ প্রথমেই সন্দেহজনক এক ব্যক্তিকে (দিলীপ প্রসাদ ওরফে মামা) গ্রেপ্তার করে। তার কাছ থেকে প্রায় ২ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। এরপর দিলীপ প্রসাদকে জেরা করে সোমবার রাতে আরও একজনকে পুলিশ বারুইপুর থেকে গ্রেপ্তার করে। মঙ্গলবার হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসিপি (সেন্ট্রাল) কে.

শব্দী রাজ কুমার এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, গত ১৯ জুন দুপুর ১-৫০ মিনিট নাগাদ ব্যাটারা থানা এলাকার বেনারস রোড এলাকায় ওই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।



রাজেন্দ্র পন্ডিত নামের এক ব্যাক্তির কাছ থেকে টাকার ব্যাগ ছিনতাই হয়। এই ঘটনার তদন্তে নেমে লোকাল সোর্স এবং সিসিটিভির ফুটেজ দেখে খুব কম সময়ের মধ্যে দিলীপ প্রসাদ ওরফে মামা নামের এক অভিযুক্তকে প্রথমে শ্রেফতার করা হয়। তার কাছ থেকে ২ লক্ষ

টাকা উদ্ধার করা হয়। রাজেন্দ্র পন্ডিত তাঁর ব্যবসার ১১ লক্ষ টাকা ব্যাঞ্চে জমা করতে যাচ্ছিলেন। রাষ্ট্রায় কিছু দুষ্কৃতি তাঁর টাকার ব্যাগ ছিনতাই করে। এই

পাশাপাশি ছিনিতাই হওয়া বাকি টাকা উদ্ধারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এই ছিনতাইয়ের জন্য যে গ্যাং কাজ করেছিল সেই গ্যাংকে চিহ্নিত করা গিয়েছে। সেই গ্যাংয়ে কা

ব্যাঞ্চে জমা করতেন। এটা দুষ্কৃতিরা জানতে পারে। ওটা জানতে-পেরে পরিকল্পনামাফিক এই ছিনতাই করেছিল। যারা এই কাজ করেছে তারা স্থানীয়। সেইজন্য রাজেন্দ্রর সব কিছু গ্যাংয়ের লোকেরা জানতে পেরেছে। যাকে প্রথম শ্রেফতার করা হয়েছে ওই পাশে থেকে দুষ্কৃতিদের খবরাখবর জানিয়েছিল। প্রায় ১ সপ্তাহ ধরে লক্ষ্য রেখেছিল। ওই এলাকাটি খুব খিঞ্জি এলাকা। এই অপরাধ করে জ্ঞত বেরতে পারা সম্ভব ছিল না। ওদের পরিকল্পনা ছিল দূরে বেরনোর রাষ্ট্রায় এই কাজ করা। ওরা পায়ে হেঁটে এসে ছিনতাই করে ছোট রাষ্ট্রা যেখান দিয়ে গাড়ি চলাচল করতে পারেনা সেখান দিয়ে পালিয়েছিল। তদন্তে জানা গিয়েছে, পরিকল্পনা করার আগে ওরা একটা জয়গায় জড়ো হয়েছিল। এরপর কি কি হয়েছিল তা জানতে তদন্ত করা হচ্ছে। ঘটনার দিন স্পটে ৩ থেকে ৪ জন ছিল। হাতে পায়ে আরও বেশি ছিল এই ঘটনার সঙ্গে। তদন্ত চলছে। আইপিসির ৩৯৫৩৯৭ এবং অন্ত্র আইনের ২৫২৭ ধারাই মামলা রুজু করা হয়েছে। এই গ্যাংয়ের অনেকেইর পুলিশের খাতায় নাম আছে। ১-২ জনের নেই।

গুরাপ থানার মাঝিনান এলাকায় প্রাইভেট গাড়ি-লরির সংঘর্ষ, মৃত ৩

দুরন্ত বার্তা, গুরাপ, ২৭ জুন : ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার মর্মান্তিক পরিণতি তিন জনের। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটে হুগলির গুরাপ এলাকায়। একটি চার চাকা গাড়ির সঙ্গে একটি লড়ির সংঘর্ষে দুমড়ে মুচড়ে যায় চার চাকা গাড়িটা। গাড়ির মধ্যে থাকা তিন যাত্রীর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। মৃত তিন জন বিজলী মন্ডল, রণজিৎ মন্ডল ও বেচু ঘোষ। গোটা ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। ঘটনা স্থলে এসে পৌঁছায় গুড়াপ থানার পুলিশ। হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার ভোরে কলকাতার দিক থেকে একটি প্রাইভেট কার বর্ধমানের দিকে যাচ্ছিল। গাড়িতে চালকসহ এক দম্পতি ছিলেন। গুরাপ থানার মাঝিনান এলাকায়

রাষ্ট্রা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধে সামিল ছাত্রছাত্রী সহ গ্রামবাসী

আগরতলা, ২৭ জুন : রাষ্ট্রা সংস্কারের দাবিতে ধর্মনগর-কদমতলা মূল সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছেন স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা সহ এলাকাবাসী। ধর্মনগরকদমতলা সড়কের সোনারেরবাসা থেকে ইয়াকুবনগর নাথ পাড়া হয়ে। ধানাপুর আড়াই কিলোমিটার রাষ্ট্রার অবস্থা খুবই বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে। দীর্ঘ দিন যাবৎ সমস্যার সমাধান না পেয়ে অবশেষে আজ সকালে সড়ক অবরোধে বসেন তাঁরা। অবরোধের জেরে যানচালচল ব্যাহত হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা এবং অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন। প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে আলোচনা করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন স্থানীয় মানুষ। জনৈক অবরোধকারী জানিয়েছেন, ধর্মনগরকদমতলা সড়কের সোনারেরবাসা থেকে ইয়াকুবনগর নাথ পাড়া হয়ে ভাগ্যপুর আড়াই কিলোমিটার রাষ্ট্রার অবস্থা খুবই বেহাল দশায় পরিণত

বহু ভক্ত সমাগমে মা বিপত্তারনীর পুজো হয়ে গেল জয়নগর ধনস্তরীর মন্দিরে মঙ্গলবার

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৭ জুন : মঙ্গলবার মা বিপত্তারনীর পুজো উপলক্ষে কয়েক হাজার ভক্ত সমাগম হয়েছিল জয়নগরের বহু প্রাচীন ধন্তরী় মা কালীর মন্দিরে। বহু জাগ্রত এই মন্দিরে পুজো দিতে এদিন ভোর থেকে বহু ভক্তের

সমাগম হয়েছিল। কুলতলি, জয়নগর, মথুরাপুর, রায়দীঘি, মন্দিরবাজার থানা এলাকা থেকে এই ভক্তরা এদিন এখানে আসেন।আর এদিন প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল যাতে কোন অসুবিধা না হয় ভক্তদের।

ঈদের ছুটি বাতিল মিজোরামে

আইজল, ২৭ জুনঃ মিজোরামে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে ঈদউদজোহার ছুটি বাতিল করেছে রাজ্যের জোরামথাঙ্গা সরকার। আজ মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের সাধারণ স্প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিক এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছেন, আগামী ২৯ জুন অনুষ্ঠের ঈদউদজোহা উপলক্ষে মিজোরামে অবস্থিত সব ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছুটি বাতিল করা হয়েছে। আজ জারিকৃত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২২ সালের ২৫ অক্টোবরের এফ.২৩০১২১২০১৯জিএডি নম্বরের বিজ্ঞপ্তিতে আর্থিক পরিবর্তন করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের হোম অ্যামেয়ার্স কর্তৃপক্ষ এতদ্বারা ২৯ জুন, ২০২৩ (ঈদউদজোহা) মিজোরাম রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছিল রাজ্য ছুটির দিন বলে বাতিল করা হয়েছে।



সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৮৫ তম জন্মদিবসে নবাবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মন্ত্রী অরুণ রায়। ছবি-সৌরভ দত্ত

দক্ষিণবঙ্গে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা, বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুন : দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি দুটোই বাড়বে, এমনটাই জানাল হওয়া অফিস। পাশাপাশি বুধবার থেকে থেকে ফের ভারীবৃষ্টির আশঙ্কা উত্তরবঙ্গে। সামান্য ভিজতে পারে উপকূল সংলগ্ন এলাকা। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকাল থেকেই রাজ্যজুড়ে মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা জেলায় জেলায়। দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হবে। কলকাতাতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমতে পারে। বৃহস্পতিবার থেকে বাড়বে তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। জানা গিয়েছে, বুধবার থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে। ইতিমধ্যেই তিস্তা-তোর্সা, জলঢাকাসহ উত্তরবঙ্গের নদীগুলি জলস্তর বাড়ছে বিপদসীমার কাছাকাছি অবস্থান করছে। ফের ভারি বৃষ্টির আশঙ্কায় নদীর জলস্তর আরও বাড়েতে পারে বলে আশঙ্ক। আবহাওয়াবিদ সূত্রে খবর, আগামী কয়েকদিনে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে তাপমাত্রা নামবে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সব দিকেই ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে ছত্রিশগড় মধ্যপ্রদেশ ও বিদর্ভ এলাকায়। ওড়িশা, উত্তরাখণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, কক্কন, গোয়া, কেরালা, মাহে এবং রাজস্থানে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডিগড়, দিল্লি সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায়।



ভারতীয় ব্যাঙ্ক অগ্রাধিকার খাতকে সমর্থন করার জন্য ১৯৮৯ সাল থেকে স্থনির্ভর গৌতীগুলিকে অর্থায়ন করছে। বিশেষ করে এসএইচজি ফাইন্যান্সের জন্য আমাদের ৫০টি Microstat শাখা রয়েছে। এসএইচজিকে জামানতমুক্ত অর্থায়নের জন্য আমাদের বিশেষ ঙ্ক্রিম রয়েছে। আজ আমরা বেরহামপুর জেলের জন্য ১০১ কোটি টাকা মূল্যের র‍্যাম সেক্টরে এবং এফজিএম স্প্যানের জন্য ৩৭৫ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করেছে- শ্রী ইমরান আমিন সিদ্দিকী, ইউডি, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক ।

বৈদ্যুতিক ভেসেল চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুন : বৃহত্তর কলকাতায় দূষণ কমাতে রাজ্য সরকার হুগলি নদীতে যাত্রী পরিবহনে ব্যবহৃত পুরনো ডিজেল চালিত ভেসেল গুলিকে ধাপে ধাপে বাতিল করে নতুন বৈদ্যুতিক ভেসেল চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ১৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে



এধরনের ১৫ টি ভেসেল কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহনকে ঢেলে সাজাতে এক হাজার কোটি টাকার বেশি বরাদ্দের একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে পরিবহন দফতর। যার মধ্যে ৭০০ কোটি টাকা বিশু ব্যাকের কাছ থেকে ঋণ হিসেবে পাওয়া গেছে। ওও প্রকল্পের আওতাতেই দূষণ স্টিকারী পুরনো লঞ্চ ও ভেসেল গুলিকে বদলে ফেলে দূষণমুক্ত বৈদ্যুতিক জলযান চালানোর পরিকল্পনা বলে পরিবহন দফতর সূত্রে জানা গেছে। জানা গেছে নতুন ১৫ টি ভেসেলের মধ্যে কলকাতায় গঙ্গা পারাপারের জন্য ২৫০ জন যাত্রী পরিবহনের ক্ষমতা সম্পন্ন ৮ টি ভেসেল কাজে লাগানো হবে। ১০০ আসন বিশিষ্ট পাঁচটি ভেসেল শহরতলীতে যাত্রী পরিবহন করবে। যথাক্রমে ৭৫ ও ১৫০ আসন বিশিষ্ট দুটি কাটিমারন ধাঁচের ভেসেলকে পর্যটনের জন্য ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

বাসন্তী হাইওয়েতে দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাইক আরোহীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুন : বাসন্তী হাইওয়েতে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক বাইক আরোহীর। মৃতের নাম আশাবুল গাজী, বয়স ২২ বছর। বড়ালির বাসিন্দা ওই যুবক ডেকরেটরের কাজ করতেন। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে। মঙ্গলবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতার টিক থেকে বাইকটি যাচ্ছিল। টিক বিবিরহাটের কাছে পিছন থেকে একটি লরি বাইকে ধাক্কা মারে। আচমকা ধাক্কায় বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যান আরোহী। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে একবারে লরির তলায় যান আশাবুল। তাঁর পা ও কোমরের অংশের উপর দিয়ে লরি চলে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে নলমুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএমের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে। এসএসকেএমের চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। যাতক লরিটির খোঁজ করছে পুলিশ।

জমির মাপ নিয়ে মারপিটের অভিযোগে ধৃত এক বকুলতলায়

দুরন্ত বার্তা, বকুলতলা, ২৭ জুন : জমির মাপ নিয়ে পদুয়া এলাকায় মারপিটের অভিযোগে ধৃত এক জনকে মঙ্গলবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। রবিবার বকুলতলা থানার পদুয়া এলাকায় জমির মাপ করাকে নিয়ে প্রথমে কচসা ও পরে মারপিটের ঘটনা ঘটে। আর তার পরে জনৈক এক ব্যক্তির রবিবার রাতে বকুলতলা থানায় অভিযোগ দায়েরের পরে বকুলতলা থানার পুলিশ সোমবার পদুয়ার বাড়ি থেকে এক ব্যক্তিকে শ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। ধৃতকে মঙ্গলবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতীবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২০৮ সংখ্যা, বুধবার, ১২ আষাঢ়, ১৪৩০

নিখোঁজ প্রিগোবিন, প্রকাশ্যে পুতিন

ক্রেমলিনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রিগোবিন। এবং তাঁর সেনা বাহিনী ওয়াগনার। একেবারে মস্কোর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়ে গিয়েছিল। ক্রেমলিন আক্রমণ করাি ছিল ওয়াগনার বাহিনীর মূল লক্ষ্য। পুতিনকে ক্ষমতাচ্যুত করতেই উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন প্রিগোবিন। কিন্তু সেই প্রিগোবিন এখন আর রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে না। তারা এখন মস্কো আক্রমণ থেকে সরে গিয়েছে। এদিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লামির পুতিন ভয়ে গোপন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু প্রিগোবিন রাশিয়াকে আক্রমণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ফলে পুতিন প্রকাশ্যে সবার সমানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, রাশিয়ার সেনাদের অভিনন্দন যে তারা ওয়াগনার বাহিনীকে রুখে দিয়েছে। ওয়াগনারের নেতা ইয়েভগেনি প্রিগোবিনের একটি বার্তা অডিও হয়েছে। সেখানে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে প্রিগোবিন

সম্পাদকীয় বলেছেন যে এটা সেনা বিদ্রোহ নয়। যুদ্ধে তাদের প্রতি অবিচার হওয়ার জন্য প্রতিবাদ। তবে তিনি কোথায় আত্মগোপন করে রয়েছেন তা অবশ্য জানতে পারা যায়নি। সম্প্রতি বধ রুশ সেনা নিহত হয়েছে। প্রিগোবিনের উদ্দেশ্যে সিআইএ এর প্রাক্তন প্রধান বলেছেন, খোলা জানলা থেকে সাবধান। সংবাদমাধ্যমের সমানে উপস্থিত হয়েছিলেন রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সেগেই শেইগু। তিনি বলেছেন, ওয়াগনার বাহিনীকে শাস্ত হতে বলেছেন। তবে তাদের সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। কোথায় কবে দেখা হয়েছিল তা অবশ্য জানা যায়নি। বিদ্রোহ করার সময়ে ওয়াগনার নেতা প্রিগোবিনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল। সেই মামলা তুলে নেওয়া হয়েছে। যদিও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে ওটা সত্য নয়। ওয়াগনার গ্রুপের সেনাদের যদিও রোয়াত করা হয় কিন্তু কোনওভাবেই প্রেগোবিনকে রোয়াত করা হবে না। অডিও বার্তা প্রিগোবিন বলেছেন যে তাদের ত্রিশজন যোদ্ধাকে হত্যা করেছিল রুশ বাহিনী। তারই প্রতিবাদে আমরা রাস্তায় নামি। যদিও এই যুক্তিতে পুতিনের মন গলবে না। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ওয়াগনার গ্রুপ থেকে প্রেগোবিনকে সরিয়ে দেবেন। সেখানে অন্য ভোতাকে বরণ করে নেবেন। যেহেতু ওয়াগনার বাহিনী রুশ মদতে চলে সেই কারণে এই গ্রুপকে আর্থিক সাহায্য থেকে শুরু করে সামরিক সাহায্য দেয় রাশিয়া। মস্কোর দুশো কিলোমিটারের মধ্যে চলে এসেছিল ওয়াগনার বাহিনী। শেষকালে বেলোরুশ মধ্যস্থতা করার ফলে ওয়াগনার যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে। তবে ক্রেমলিনকে সংযত হতে বলেছেন প্রিগোবিন। এদিকে জানতে পারা গিয়েছে যে বেলোরুশে দিকে রওনা দিয়েছেন প্রিগোবিন। বেলোরুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশ্কেোর সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। তাঁকে শেষবার দেখতে পাওয়া গিয়েছিল রত্নব-ডন-ডন শহরে। জানা গিয়েছে রাশিয়ার মামলা এড়াতে তিনি বেলোরুশ গিয়েছেন। তবে অডিও বার্তাটি প্রকাশ হওয়ার পরে কোথায় তিনি রয়েছেন তা অবশ্য জানতে পারা যাচ্ছে না। তবে তিনি বেঁচে রয়েছেন কিনা তা সবাই চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে। বেলোরুশের শীর্ষ স্থানীয় বলেছেন সে দেশের মানুষ কোনও রকমভাবেই স্বাগত জানাবেন না রুশ বিশ্বাসঘাতককে। রাশিয়াও প্রিগোবিনের অনুকূলে নেই। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন তাঁকে আর বিশ্বাস করতে পারছেন না।

পাক সন্ত্রাসবদীদের বাসস্থান

প্রধানমন্ত্রী আমেরিকা সফর কালে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে ভারত সব সময়ে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে থাকবে। কোনও রকমভাবে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রগুলিতে সর্মথন করবে না। চিন এখন সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রগুলিকে সর্মথন করতে শুরু করে দিয়েছে শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থকে রক্ষা করতে। কাশ্মীর নিয়ে অযথা মাথা গলাতে শুরু করে দিয়েছে চিন। ভারত পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল চায় এটা পরিষ্কার। চিন বিতর্কিত কাশ্মীরে আর্থিক করিডর তৈরি করতে শুরু করেছে। ভারত এতে আপত্তি করেছে। বহুবার চিনকে বলা হয়েছে সীমান্ত সমস্যা সমাধান করে নিতে। চিন তা করতে চাইছে না। এদিকে পাকিস্তান সীমান্ত সমস্যাকে বৃদ্ধি করার দিকে নজর দিতে শুরু করেছে। ভারতের গুপ্তচর সংস্থা ‘র’ বারবার বলে এসেছে মুম্বই বিস্ফোরণের মূল চক্ৰী দাউদ ইব্রাহিম রচিতো বসবাস করছে। বহু বার পাকিস্তানকে এই কথা জানালেও তা অস্বীকার করে। অখচ ভারতের গুপ্তচর সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে দাউদ করাচির রাস্তা ধরে বহু চলতে দেখা গিয়েছে। শুধু দাউদ নয়, পাকিস্তানে বসবাস করছে ভারত বিরোধী জঙ্গিরা এবং তাদের মদত দিচ্ছে পাকিস্তানের আইএসআই সংস্থা। দাউদ হাড়াও জামাত-উদ দাওয়া প্রধান হাফিজ সাইদ, জইশ-ই-মহম্মদ প্রধান মাসুদ আজাহার এবং আল কায়দার জঙ্গিরা সেখানে বসবাস করছে। পাকিস্তান বরাবরই একথাকে অস্বীকার করে এসেছে। পাকিস্তানের প্রশাসন চালায় সেখ নাকার সেনা এবং জঙ্গিরা মিলে তার প্রমাণ বহু বার পাওয়া গিয়েছে। গত কয়েক বছর আগে পাক সেনা স্কুলের ওপরে হামলা করেছিল পাক জঙ্গিরা। সেখানে হালাল করে বহু সেনার সন্তানদের হত্যা করে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে পাক সেনারা জঙ্গিদের কথাকে আমল না দিয়ে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এবং জঙ্গিদের অবস্থান কোথায় তা জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। তার ফলে পাক সেনাদের সন্তানদের স্কুলে ওপরে হামলা চালিয়ে বহু পাক সেনার পুত্রদের হত্যা ও জখম করে দেয়। এর ফলে স্বাভাবিকভাবে পাক সেনারা জঙ্গিদের ভয় পেতে শুরু করে। তারা এমন কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে থাকে না যা জঙ্গি বিরোধী। ফলে জঙ্গিরা পাকিস্তানকে তাদের স্বর্গরাজ্য বলে ঘোষণা করতে দেয়। এদিকে রাষ্ট্রপুঞ্জ পাকিস্তানকে জঙ্গি রাষ্ট্র ঘোষণা দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল তাতে সায় ছিল আমেরিকার। আমেরিকা বারবার পাকিস্তানকে সতর্ক করে দিয়েছিল জঙ্গিদের কার্যকলাপ দমন করার জন্য। কিন্তু পাকিস্তান সেটা করতে পারেনি। উপরন্তু দেখতে পাওয়া গিয়েছিল আমেরিকার আর্থিক সহায়তা নিয়ে জঙ্গিদের লালন পালন করছে পাকিস্তান। আমেরিকার অর্থ দিয়ে জঙ্গিদের অস্ত্র কেনা শুরু করলে আমেরিকার এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিল।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী



সংসদী হওয়া মানে সবার বাটা-বাড়ার সেবক হওয়া। অন্যর বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে অক্ষুণ্ন ও অব্যাহত রাখিয়া জীবন ও বৃদ্ধিকে লাভ করিবার জন্য যাহারা যত্নশীল তাহারাই সংসদী। অত্রঃ সর্বেষাং হি জীবনবর্দ্ধনাধীগম পরো যঃ স এব সংসদী অর্থাৎ আমি সংসদী তার মানে আমি প্রতিপ্রত্যেকের জীবন বৃদ্ধির সঙ্গী

স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম চিন্তা

তাহলে সব কিছুকে জয় করতে পারবি। নাহলে কিন্তু একেবারে শক্তিশীন হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। নারী শক্তি চাই। জগৎকে পরিচালিত করে নারী শক্তি। সেই শক্তির জয়গান গাইতে হবে। নারীকে সম্মান দিলে তবে তুই বড় হতে পারবি। নাহলে কিন্তু একেবারে ছোট হয়ে সারাজীবন কাটাতে হবে। নারী শক্তি চাই নিজেকে বিকাশ করতে গেলে। একটি শিশু মায়ের ওপরে ভরসা করে বড় হয়। আর কারোর ওপরে সে ভরসা করে না। মা শিশুকে নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। মা তাকে রক্ষা করে। খাদ্য দান করে থাকে। শক্তি দিয়ে থাকে। বড় করে মানুষ করে তোলে। মাই হচ্ছে জগতে সবচেয়ে বড় সম্পদ।

বঙ্কিমচন্দ্র ও জাতীয় জাগরণ, তাঁর স্বদেশ চেতনা এখনও ভারতের জনগণকে আপ্লুত করে

২৬ জুন ১৮৩৮ সালে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নৈহাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। মতান্তরে ২৭ জুন। তাঁর স্বদেশ চেতনা এখনও ভারতের জনগণকে আপ্লুত করে। সেই উপলক্ষ্যে আজকের বিশেষ প্রতিবেদন)
সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন ১৮৮২ সালে। তখনও কিন্তু বাংলায় বিপ্লবী অরবিন্দ এসে তখনও পৌঁছাননি। ফলে বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় জাগরণ মন্ত্রকে সফল করার যে স্বপ্ন দেখে ছিলেন তার জন্য বাংলাকে অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছিল ১৯০৫ সাল পর্যন্ত যতদিন না বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা না হচ্ছে। তারপরে বাংলায় এসে উপস্থিত হলেন বিপ্লবী অরবিন্দ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মনীয় ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মতের মিল হয়নি। কিন্তু তা বলে তিনি বিদ্যাসাগরের আন্দোলনকে উপেক্ষা করতে পারেননি। বিদ্যাসাগর কোনও দিন স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইংরেজ বিরোধীতা করেন নি। তিনি ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধ করলেও ইংরেজ সরকারকে পাশে রেখে কাজ করতে চাইতেন। বিদ্যাসাগর ইংরেজি ভাষার প্রতি

সহজভাবে গ্রহণ করে নিতে পারেন নি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। জাতীয় চেতনার ব্যাপারে কিন্তু বিদ্যাসাগর কোনও কথা বলেন নি। তিনি শিক্ষার ওপরে জোর দিয়ে গিয়েছেন মাত্র। শিক্ষাকে



বলিষ্ঠ করার জন্য তিনি পাঠ্য পুস্তক রচনা করেছেন। আবার ইংরেজি ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করে বাংলার পাঠকদের বহু লেখা উপহার দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম দিকে ইংরেজি ভাষায় ‘রাজমোহন ওয়াইফ’ লিখে ন। তারপরে আর কিন্তু তিনি ইংরেজি ভাষায় বই লেখা বন্ধ

রেখে ছিলেন। চাকরী হারানোর ভয়ে তিনি কোনও সময়ে একথা প্রকাশ্যে বলতে পারেনি। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদটা তাঁকে মানসিক দিক দিয়ে বেশ আঘাত থেকেই তাঁর স্বদেশি জাগরণের মন্ত্র উচ্চারিত হল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম বাংলায় উপন্যাস রচনা করলেন ‘দুর্গেশন্দিনী’ (১৮৬৫)। এটি রাজপুত বীরের কাহিনীকে সমানে রেখে তিনি উপন্যাসটি রচনা করলেন। তারপরে তিনি ‘কপালকুণ্ডলা’ (১৮৬৬) রচনা করলেন। রোমান্টিক উপন্যাস রচনা করলেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার পাশাপাশি তিনি রোমান্টিক নিয়ে চর্চা করতে শুরু করলেন। এছাড়া বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তবে সবচেয়ে বিতর্কিতক প্রবন্ধ রচনাটি হচ্ছে ‘কৃষ্ণ চরিত্র’ (১৮৮৬)। এই প্রবন্ধটি নিয়ে আজও পণ্ডিত সমাজ গবেষণা করে। উপন্যাস রচনার মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজে জাতীয় চেতনার বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে সেটা উপলব্ধি করতে পেরেই তিনি এই ধরনের উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন। তিনি ‘বন্দে মাতরম’ সঙ্গীত রচনা করলেন। দেশ উদ্ধারের আসল শক্তি হলো ভক্তি সেটাকে তিনি এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ

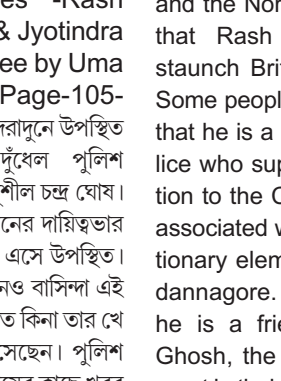
‘ভাইসরয় হত্যার কাণ্ডারি রাসবিহারী হলেন মেকি-রাজভক্ত

রবীন্দ্রকুমার শীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)

ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয়ের ওপরে আক্রমণ মানেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে চ্যালেঞ্জ করা। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ব্রিটিশ রাজশক্তির সম্মান। সারা ভারত জুড়ে কড়া নজরদারি থেকে শুরু করে তারা কারা এই যড়যন্ত্রের সঙ্গে লিপ্ত তাদেরকে খুঁজে বের করার জন্য গোয়েন্দা বিভাগ অতি তৎপর। কলকাতার লাল বাজারের গোয়েন্দা বিভাগকে সক্রিয় করা হল। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান চার্লস টেগার্ট খোঁজ খবর নিতে শুরু করলেন। ফরাসি উপনিবেশ চন্দননগরও ব্রিটিশ পুলিশ গোয়েন্দাদের নজর থেকে বাদ গেল না। দিল্লি যড়যন্ত্রের আসল কাণ্ডারিকে খুঁজে বের করার জন্য সারা ভারত জুড়ে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা জাল ভিড়িয়ে ফেলল। ব্রিটেন থেকে কয়েক বাধ্য বাধ্য গোয়েন্দারা গোপনে ভারতে এসে উপস্থিত হলো। তাদের মনে ফরালো দিল্লিতে যে কাণ্ড ঘটেছে তা কিন্তু একদিনেই হঠাৎ করে হাননি। দ্বিধাদিন ধরে ভাইসরয়ের ওপরে হামলার পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। কোথায় এবং কারা কারা এই পরিকল্পনায় জড়িত ছিলেন তাঁদেরকে খুঁজে বের করে গ্রেফতার করে মাজা দেওয়াই ছিল একমাত্র ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কাজ। এদিকে রাসবিহারী মনে মনে বলতে শুরু করেছেন ‘The purpose of the attack on

munity in Dehradun, Rash Behari Spoke openly in fron of the others, ‘Many people are blind towards the good things that the British Raj has brought for us. The good jobs and the prosperity of the civil servants cannot be ignored. Alas, the failed attack upon the honourable Viceroy of India is such a heinous act. Nothing can be attained through violence...’ (Two Great Indian Revolutionaries -Rash Behari Bose & Jyotindra Nath Mukherjee Page-105-140)’। এদিকে অমরেন্দ্রনাথকে নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলেন রাসবিহারী। যদিও রাসবিহারী তাঁকে অভয় দান করতে থাকেন। কিন্তু তবুও একটি সংশয় কাজ করতে শুরু করে দিলেছিল যে দেওয়ানের বাইরের লোক অমরেন্দ্র সম্পর্কে যদি কেউ পুলিশকে সংবাদ দেয় সেখানে একজন বাঙালি বাস করছেন যিনি দেওয়ানের বাদিন্দা নন তাহলে পুলিশ এসে উপস্থিত হতে পারে। এদিকে ব্রিটিশ সরকার যখন ব্যস্ত দিল্লি যড়যন্ত্রের মূল চক্রান্তকারীকে খুঁজে বের করতে তৈক তখনই রাসবিহারী বিভিন্ন সভা সমিতিে ভাইসরয়ের ওপরে নাক্কারজনক আক্রমণের তীর নিন্দা করতে শুরু করে দিলেন। During one such gathering of the Bengal com-



munity in Dehradun, Rash Behari Spoke openly in fron of the others, ‘Many people are blind towards the good things that the British Raj has brought for us. The good jobs and the prosperity of the civil servants cannot be ignored. Alas, the failed attack upon the honourable Viceroy of India is such a heinous act. Nothing can be attained through violence...’ (Two Great Indian Revolutionaries -Rash Behari Bose & Jyotindra Nath Mukherjee by Uma Mukherjee Page-105-140)’। এবারে দেওয়ানে উপস্থিত হলেন একজন দাঁধেল পুলিশ

আধিকারিক। নাম সুশীল চন্দ্র ঘোষ। তিনি স্পেশাল মিশনের দায়িত্বভার গ্রহণ করে দেওয়ানে এসে উপস্থিত। উত্তর ভারতের কোনও বাদিন্দা এই যড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত কিনা তার খেঁজ খবর নিতে এসেছেন। পুলিশ অফিসার সুশীল ঘোষের কাছে খবর ছিল যে চন্দননগরে রাসবিহারী

of Shrish through Rash Behari and have come to a conclusion. Through my interactions with Rash Behari, I can assure (you) thart Shrish Ghosh was not an active participant in the recent incidents. added Sushil Ghosh. ‘ However, I will continue with my efforts to extract more information through my other sources. I think, Rash Behari can be tagged with a green singal’ finished Sushil.০০ (Two Great Indian Revolutionaries -Rash Behari Bose & Jyotindra Nath Mukherjee by Uma Mukherjee Page-105-110)। রাসবিহারীর রাজভক্ত দেখানোর সুযোগ এসে গেল। দেওয়ান শহরে এসে উপস্থিত হচ্ছেন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ। তিনি দেওয়ান সার্কিট হাউসে বেশ কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণ করবেন এই খবরটা নিয়ে উপস্থিত হলেন অমরেন্দ্রনাথ। ‘‘টেগারের ভিলা’র পাশ দিয়ে লর্ড হার্ডিঞ্জ যাবেন দেওয়ান সার্কিট হাউসে। রাসবিহারী এবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কলেনে আর ভাইসরয় বিরোধিতা নয়। এবারে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। এটাই হবে সবচেয়ে বড় বুদ্ধিমানের কাজ। ‘Lord hardinge arrived in Dehradun by train, sur-

ভারতের জাতীয় চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ

বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ উপন্যাসে ধর্মীয় জাতীয় জাগরণের কথা তিনি বললেন। ধর্মকে আধুনিক হতে হবে। ধর্মকে মানুষের ব্যবহারকে কাজে লাগাতে হবে। ধর্ম কেবল মাত্র মানুষের হিতার্থে ব্যবহৃত হবে। ধর্ম কিন্তু শোষণের অস্ত্র নয়। ধর্ম হচ্ছে মানুষকে চলার পথ তৈরি করে দেবে। বঙ্কিমচন্দ্র ‘কৃষ্ণ চরিত্র’ রচনা করলেন। তিনি সেখানে কৃষ্ণ চরিত্রে ভাগবত গীতার কৃষ্ণকে গ্রহণ করলেন না। তিনি মহাভারতের কৃষ্ণকে গ্রহণ করলেন। বীর শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে চর্চা করলেন। তিনি কৃষ্ণকে ভারত মুক্তি অবতারণাপে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ভারতবর্ষকে একটি রাষ্ট্র পরিণত করার স্বপ্ন দেখে ছিলেন মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ। বীর শ্রীকৃষ্ণ। চতুর শ্রীকৃষ্ণ। প্রেম ভক্তিময় শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বেশি মাথা ঘামাননি। তিনি স্বাধীন ভারত দেখতে শ্রীকৃষ্ণের মতো একজন বলিষ্ঠ নেতার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন বা চেয়েছিলেন। পরাক্রমশালী ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের প্রয়োজন রয়েছে বলে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সেই কারণে তিনি মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করে বঙ্কিম তাঁর নিজস্ব ধাঁচে ‘কৃষ্ণ চরিত্র’ (১৮৮৬) রচনা

শ্রেণির সম্প্রদায় লোকেরা বর্জন করতে শুরু করলো। কালের গতিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে ভারের অস্বীন্দাদরে পরিণত হলেন। পরাধীন ভারতবর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের যে সঙ্গীত ‘বন্দেমাতরম’ জাতীয় জাগরণের অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত ছিল পরবর্তীকালে দেখা তে পেলাম বিরোধ। স্বাধীনতার পর কিন্তু রাজনীতির কবলে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র ভাগ হয়ে গেলেন। এটাই হল ভারতের রাজনীতির করুণ ট্রাজেডি। আসলে আমরা ভাগ করতে শিখেছি। এক করতে জানি না। এক কাকে বলে সেটা শেখিনি। খণ্ডিত করতে শিখেছি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘জনগণমন অধিনায়ক জয় হে’ গানে এক হয়ে চলার কথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গীতে এক হওয়ার কথা বলেছেন। ‘বন্দে মাতরম’ সঙ্গীত জনপ্রিয়তা লাভ করলো ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে। সেই সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে বেড়াতে ‘বন্দে মাতরম’। জাতীয় চেতনা শক্তিকে বলিয়ান করতে কবিগুরু বঙ্কিমবাবুর রচিত এই গানটিকে অস্ত্র লড়ে ইংরেজদের বঙ্গভঙ্গ বিপক্ষে লড়াই করেছিল। সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দে

মাতরম’ বাংলা তথা ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হয়। মহাত্মা গান্ধি তাঁর রচিত ‘স্বরাজ হিন্দ’ বইতে লিখেছেন বাংলার বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে ভারতের জাতীয় জগরণের পথ তৈরি করে দেয়। সেই সময়ে রচিত হয়েছিল দুটি বিখ্যাত সঙ্গীত। একটি হচ্ছে- ‘বাংলার মাটি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। এর পাশাপাশি ছিল ‘বন্দে মাতরম’ সঙ্গীত। প্রকৃত অর্থে ‘বন্দে মাতরম’ সঙ্গীতের মধ্যে বাংলা শক্তি রয়েছে সেটা বুঝতে পারা যায় যদি এক মনে এই গানটি গাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রে ভাষার মধ্যে শক্তি ছিল। সেই শক্তি আরও বেশি করে জাগৃত হয়ে উঠেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত এই সঙ্গীতে। সেই কারণে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত দুটো- একটি হচ্ছে ‘বন্দে মাতরম’। আর এর একটি হচ্ছে ‘জনগণমন অধিনায়ক জয় হে’। কংগ্রেস অধিবেশনে ‘বন্দে মাতরম’ সভা অনুষ্ঠান শুরু হওয়া আগে গাওয়া হয়ে থাকে। সভার শেষে গাওয়া হয় ‘জনগণমন অধিনায়ক জয় হে’।

হেরিটেজ

উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর

উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর অঞ্চল একটি ঐতিহ্যময় এলাকা। পলশি যুদ্ধের আগে এই অঞ্চলের অস্তিত্ব ছিল। এখানে বসবাস করতেন একজন বাঙালি ব্যবসায়ী তাঁর নাম শ্যাম বসাক। তাঁর একটি বড় বাজার ছিল। তাঁর নামেই শ্যাম পুকুর নামকরণ হয়। সম্ভবত শ্যামবাজার তাঁর নামেই চিহ্নিত হয়েছে বলে মনে করা হয়ে থাকে। থানা এবং কলকাতা পৌরসভার অধিকর্তা ছিলেন একই ব্যক্তি। হগ সাহেব ছিলেন কলকাতা পুরসভার কর্তা আবার তিনি কলকাতা পুলিশের কর্তা ছিলেন। ১৯২৬ সালে শ্যামপুকুর থানা নির্মাণ করা হয়েছিল। এটি একটি হেরিটেজ ভবন বলে গৃহীত হয়েছে। কলকাতা তৈরি হওয়ার আগেই উত্তর কলকাতায় বহু বনেদি বাসবাস করতো। এদের মধ্যে খুব নাম করেছিলেন বলরাম ঘোষ। চিৎপুরে যে ‘চিরেশ্বরী কালীমন্দির’ দেখতে পাওয়া যায় তার প্রতিষ্ঠা ছিলেন বলরাম ঘোষের ঠাকুরদা মনোহর ঘোষ যিনি সম্রাট রািট আকবরের অর্থমন্ত্রী টোডর মলের অধীনে গোমস্তা ছিলেন। মনোহর পরলোকগমন করেন ১৬৩৭ সালে। রামসন্তোষ বর্তমানে চলে যান। ডাকাতের হাত থেকে ছেলে বলরামকে রক্ষা করে চন্দননগরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন রামসন্তোষ। সেখানে ফরাসি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তা যোশেফ দুপ্লের দেওয়ান হলেন বলরাম। ১৭৫৬ সালে তিনি প্রয়াত হন। বলরাম ঘোষ স্টিটে রয়েছে ডাফ স্কুল। এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শিক্ষাবিদ আলেকজান্ডার ডাফ ১৮৫৭ সালে। ১৮৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা অরফানেজ প্রযত্নে কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের রেভারেন্ড প্রাণকৃষ্ণ দত্ত। এখানে রয়েছে মিত্র বাড়ি। দিগম্বর মিত্র কাশিমবাজারের রাজবাড়ির ম্যানেজার ছিলেন। মিত্রদের পৈত্রিক বাড়ি ছিল বামাপুকুর রাজবাড়ি। সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন দিগম্বরকে পৌত্র মম্মথ নাথ। তিনি শ্যামপুকুরে মিত্র বাড়ি প্রতিষ্ঠা করলেন। এখানে রয়েছে শ্যাম ক্ষোয়ার যা এক সময়ে হয়ে উঠেছিল মোহনবাগানের মঠ। আছে দুর্গাচরণ লাহার বাড়ি। ইনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ‘ন্যাশনাল ব্যান্ক অব ইণ্ডিয়া’। সাল ১৮৯১ সালে মহারাজা উপাধি লাভ করে দুর্গাচরণ লাহা। এখানে আছে ভোলা ময়রা লেন। ভোলা ময়রার আসল নাম হল ভোলা নায়ক। তিনি ছিলেন গুপ্তিগাড়ার লোক।

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

বর্ষায চুল ঝরলে কি করবেন দেখে নিন কী ভাবে চুলের যত্ন

বৃষ্টিতে ভিজতে ভালোবাসেন অনেকেই। কিন্তু বৃষ্টির জল চুলের জন্য কতটা ক্ষতিকারক তা জানা প্রয়োজন। এমনিতেই বর্ষাকালে চুল ঝরে বেশি। খুশকি ও তৈলাক্ত ভাবও বাড়িয়ে তোলে। পরিচ আবহাওয়ার কারণে চুল ঠিকমতো শুকোতে চায় না। চুল নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে, চিটচিটে হয়ে থাকে। তাই বর্ষার সময়ে চুলের একটি বাড়তি যত্নের প্রয়োজন হয়। চুলের সঠিক পরিচাা এবং খাওয়াদাওয়া ঠিক থাকলেই চুলের সমস্যা অনেকটা কমে যায়। বর্ষার দিনে কী ভাবে চুলের বিশেষ যত্ন নেবেন, দেখে নিন। বৃষ্টিতে ভিজবেন না বর্ষায় খেয়াল রাখবেন বৃষ্টির জল যেন মাথায় বসে না যায়। বৃষ্টির জল থেকে চুল বাঁচিয়ে রাখুন। কারণ বৃষ্টির জলে প্রচুর অ্যাসিড ও নোংরাও থাকে। যা চুলের বেশি ক্ষতি করে। তাই বৃষ্টিতে ভিজে গেলে বাড়ি ফিরে চুলে শ্যাম্পু করে নিন। তবে নেহাতই যদি বর্ষায় বাইরে বেরোতে হয়, তাহলে চুলকে রক্ষা করার জন্য রেনকোট, ছাতা, ক্যাপ বা স্ফার্ক ব্যবহার করুন। ঘন ঘন শ্যাম্পু করুন বর্ষাকালে সপ্তাহে অন্তত তিনদিন শ্যাম্পু করুন। এই সময় স্ক্যাল্লে বা মাথার ত্বকে বেশি লেে উৎপন্ন হওয়ার প্রবণতা থাকে। তাই অ্যাস্টিকান্‌সাল শ্যাম্পু দিয়ে ঘন ঘন মাথা ধুলে স্ক্যাল্লে ছত্রাকের সংক্রমণ হবে না। চুলে তেলে দেবেন না বর্ষায় মাথার ত্বক বেশি তৈলাক্ত থাকে, তাই এই আবহাওয়ায় চুলে তেল লাগানো উচিত নয়। শ্যাম্পু করার এক ঘণ্টা আগে চুলে তেল দিয়ে ম্যাসাজ করুন। এক ঘণ্টা

পর শ্যাম্পু করে ফেলুন। মাঝে মধ্যে চুলে স্পাও করতে পারেন। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস চুল সুস্থ রাখার জন্য খাদ্যাভ্যাসে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন বলে মত বিশেষজ্ঞদের। রোজ ডিমের সাদা অংশ, বাদাম, স্প্রাউট, শস্যাদানা, টাটকা ফলমূল, সবুজ শাকসব্জি প্রচুর পরিমাণে খেতে হবে। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস চুলের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন জোগাবে। চিজ, উচ্চ চিনিযুক্ত খাবার এবং ম্যোনিজ খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। এই সব প্রক্রিয়াজাত খাবার শরীরে হরমোনের ভারসাম্যহীনতা

সৃষ্টি করে এবং চুল পড়ার সমস্যা বাড়ায়। হিট স্টাইলিং সরঞ্জাম ব্যবহার করবেন না বর্ষাকালে চুল শুকোতে অনেক বেশি সময় লাগে। তাড়াহুড়োয় আমরা হেয়ার ড্রায়ার, স্টেইটনারের মতো সরঞ্জাম ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু এই সব জিনিস ব্যবহারে চুলের বিরাট ক্ষতি হয়। এগুলি চুলের আর্দ্রতা নষ্ট করে এবং কিউটিকলের ক্ষতি করে। চুলকে ভদ্বুর ও দুর্বল করে তোলে এই সব সরঞ্জাম। যার ফলে আরও চুল পড়ে। প্রাকৃতিক হাওয়ায় চুল শুকিয়ে নিন শ্যাম্পু করার পর তোয়ালে দিয়ে চুল ও স্ক্যাল্‌স ভাল ভাবে মুছে নিন। তবে তোয়ালে দিয়ে চুলে খুব জোরে ঘষবেন না। এতে চুলের ক্ষতি হয়। প্রাকৃতিক হাওয়া বা ফ্যানের তায় চুল ভাল ভাবে শুকিয়ে নিন। চুল ভেজা অবস্থায় সবচেয়ে বেশি দুর্বল থাকে। তাই তেজা অবস্থায় চুল বাঁধবেন না এবং আঁচড়াবেন না।

আগরতলা ও শিলচরের মধ্যে ভিন্তাডোম কোচের সামার স্পেশাল ট্রেন চলবে

মালিগাঁও, ২৭ জুন : যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে আগরতলা ও শিলচরের মধ্যে একটি ভিন্তাডোম কোচ সহ সামার স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ট্রেনটি ২৯ জুন থেকে ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতি ও শনিবার উভয় দিক থেকে পঁচিশটি করে ট্রিপের জন্য চালাল করবে। সেই অনুযায়ী, ০৫৬৯৫ নং. (আগরতলা-শিলচর) স্পেশাল ট্রেনটি আগরতলা থেকে

০৬.০০ ঘট্টায় রওনা দিয়ে শিলচরে পৌঁছাবে ১১.৩০ ঘট্টায়। ফেরত যাত্রার সময় ০৫৬৯৬ নং. (শিলচর- আগরতলা) স্পেশাল ট্রেনটি শিলচর থেকে ১৬.৩৫ ঘট্টায় রওনা দিয়ে আগরতলা পৌঁছাবে ২২.০৫ ঘট্টায়। এই স্পেশাল ট্রেনটি উভয় পথে যাত্রা করার সময় আশ্বাসা, ধর্মনগর, নিউ করিমগঞ্জ, বদরপুর ও অরুণাচল স্টেশনে স্টপেজ দিবে। ট্রেনটিতে যাত্রীদের জন্য একটি এসি চোয়ার কার, চারটি জেনারেল চোয়ার কার, একটি ভিন্তাডোম কোচ থাকবে। এই ট্রেনের স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

কাশ্মীরে তীর্থযাত্রা পর্যটনের পুনরুজ্জীবনের আহ্বান জানিয়েছেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর

শ্রীনগর, ২৭ জুন : জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা শ্রীনগরের পবিত্র হজরতবাল মন্দির পরিদর্শন করেছেন এবং কাশ্মীরে তীর্থযাত্রা পর্যটনকে পুনরুজ্জীবিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ঈদ-উল-আজহা শান্তি ও সম্প্রীতির উৎসব। মহানবী (সা.) এর দরগায় প্রস্তুতি ও সু.যোগ-সু.বিধা পর্য্যালোচনা করে তিনি বলেন, আজ প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত রয়েছেন এবং আসন্ন ঈদ-উল-আজহার উৎসবের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

লেফটেন্যান্ট গভর্নর নবী মুহাম্মদের উক্তি (হাদিস) উদ্ধৃত করে বলেন, যে হৃদয় বিশুদ্ধ না হলে শরীর অপবিত্র থাকে। তিনি বলেন, হৃদয় পরিষ্কার থাকলে সারা শরীর পরিষ্কার থাকে। লেফটেন্যান্ট গভর্নর আরও বলেন, যেমন পুরা ভারত থেকে মানুষ অমরনাথ যাত্রায় আসছেন, একইভাবে লোকেরা উপত্যকার হজরতবাল, চরার-ই-শরীফ এবং আরও কয়েক উজন ধর্মীয় স্থান দেখতে আসতে পারে। দেশের বাকি অংশের মানুষকে আকৃষ্ট করতে তীর্থযাত্রা পর্যটনকে পুনরুজ্জীবিত করা যেতে পারে। আমি এই বিষয়ে জনগণ, গোরাফক বোর্ড এবং অন্যান্যদের থেকে মতামত নিতে প্রস্তুত। তিনি বলেন আপনি আমার সাথে দেখা করতে পারেন বা আমিও আপনার সাথে দেখা করতে পারি। এদিন লেফটেন্যান্ট গভর্নর জম্মু ও কাশ্মীরের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য দরগায় প্রার্থনা করেন।

লেখটেন্যান্ট গভর্নর নবী মুহাম্মদের উক্তি (হাদিস) উদ্ধৃত করে বলেন, যে হৃদয় বিশুদ্ধ না হলে শরীর অপবিত্র থাকে। তিনি বলেন, হৃদয় পরিষ্কার থাকলে সারা শরীর পরিষ্কার থাকে। লেফটেন্যান্ট গভর্নর আরও বলেন, যেমন পুরা ভারত থেকে মানুষ অমরনাথ যাত্রায় আসছেন, একইভাবে লোকেরা উপত্যকার হজরতবাল, চরার-ই-শরীফ এবং আরও কয়েক উজন ধর্মীয় স্থান দেখতে আসতে পারে। দেশের বাকি অংশের মানুষকে আকৃষ্ট করতে তীর্থযাত্রা পর্যটনকে পুনরুজ্জীবিত করা যেতে পারে। আমি এই বিষয়ে জনগণ, গোরাফক বোর্ড এবং অন্যান্যদের থেকে মতামত নিতে প্রস্তুত। তিনি বলেন আপনি আমার সাথে দেখা করতে পারেন বা আমিও আপনার সাথে দেখা করতে পারি। এদিন লেফটেন্যান্ট গভর্নর জম্মু ও কাশ্মীরের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য দরগায় প্রার্থনা করেন।

কুলগাম এনকাউন্টারে নিরাপত্তা বাহিনী এক সন্ত্রাসীকে হত্যা করেছে

কুলগাম, ২৭ জুন : জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলার হুওয়ারা এলাকায় এনকাউন্টার চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে এক সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। এনকাউন্টারে একজন পুলিশ কনস্টেবল আহত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এক কর্মকর্তা এ তথ্য জানিয়েছেন। এই অধিকারিক বোলেছেন, হুওরা গ্রামে সন্ত্রাসীদের উপস্থিতির সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং সিআরপিএফ কর্মীরা রাতে অভিযান শুরু করে। এ সময় সন্ত্রাসীরা নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর গুলি চালায়। এরপরই এনকাউন্টার শুরু হয়। গভীর রাতে ঘন অন্ধকারে কারণে সংঘর্ষ বন্ধ হয়ে যায়। কর্মকর্তার মতে, মঙ্গলবার সকালে নিরাপত্তা বাহিনী সন্ত্রাসীদের আত্মসমর্পণের জন্য সতর্ক করে। কিন্তু তিনি রাজি না হওয়ায় উভয়পক্ষ থেকে গোলাগুলি শুরু হয়। এই সময় নিরাপত্তা বাহিনীর বুলেটে এক সন্ত্রাসী নিহত হয়। ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদও উদ্ধার করা হয়েছে। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান চলছে।

যুখে ব্রণ ভর্তি হয়ে গেলে কি করবেন, চর্টজলেদি সমাধান!

ব্রণ, পিস্পলের সমস্যা নতুন কিছু নয়। কম বয়সে তো হয়ই, এমনকি বয়স বাড়লেও এর হাত থেকে রেহাই নেই। নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই ত্বকের এই সমস্যায় ভোগেন। বিশেষ করে যাদের ত্বক তৈলাক্ত, ব্রণের সমস্যা যেন আরও জাঁকিয়ে বসে। কপাল, চিবুক, নাকের চারপাশ, গালে সবচেয়ে বেশি ব্রণ হয়। শরীরে হরমোনের তারতাম্য, স্ট্রেস, ওষু্ধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং অপরিচ্ছন্নতার মতো বিভিন্ন কারণে কপাল ব্রণ দেখা দেয়। নামীদামী প্রসাধনী ব্যবহার করেও মুক্তি মেলে না ব্রণর হাত থেকে। এমন কিছু সহজ ঘরোয়া টোটকার কথা বলা হল, যা প্রয়োগ করে কপালের ব্রণ সারিয়ে ফেলতে পারবেন সহজই।

আলোভেরা বা য়ৃতকুমারীতে রয়েছে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য, যা কপালে ব্রণ ও পিস্পল উপশমে সাহায্য করে। যেখানে ব্রণ হয়েছে, সেই জায়গায় সামান্য আলোভেরা জেল লাগিয়ে ৩০ মিনিট রেখে দিন। তারপর জলে ধুয়ে ফেলুন। প্রতিদিন এক থেকে দু'বার আলোভেরা লাগাতে পারেন।**টি টি অয়েল** - টি টি অয়েল রয়েছে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এবং প্রদাহবিরোধী বৈশিষ্ট্য। যা ব্রণ কমায এবং ব্রণ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধেও লড়াই করে। ২ ফেটা টি টি অয়েলের সঙ্গে ১ চা চামচ আমন্ত অয়েল মিশিয়ে নিন।



তেলের এই মিশ্রণে তুলো ডিজিয়ে আক্রান্ত স্থানে লাগান। সারা রাত এ ভাবে রেখে দিন। প্রতিদিন একবার আপনি এটি করতে পারেন। তবে লেবুর রস ব্যবহারে ত্বকে ঝালা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে লেবুর রস ব্যবহার না করাই ভাল। **মধু** - মধুতে প্রদাহ বিরোধী এবং ব্যাকটেরিয়ারোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ব্রণ সারাতে মধুর জুড়ি মেলা ভার। ভিনেগার অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ। এটি ব্রণ নিরাময়ে সাহায্য করে। ১ টেবিল চামচ আপেল সাইডার ভিনেগারে ৩ টেবিল চামচ জল মিশিয়ে মুখে লাগান। সারা রাত রেখে দিন। প্রতিদিন বা একদিন ছাড়া দিনে একবার এটি লাগাতে পারেন। আপেল সাইডার ভিনেগারে জল না মিশিয়ে ব্যবহার করা হলে ত্বকে ঝালা হতে পারে। তাই খুব সতর্ক থাকুন। **লেবুর রস**- ভিটামিন সি সমৃদ্ধ লেবু ব্রণ ক্রমতে দারুণ কার্যকর। ১ চা চামচ

লেবুর রসে ৩ চা চামচ জল মিশিয়ে মুখে লাগান। আধ ঘণ্টা পর মুখ ধুয়ে ফেলুন। একদিন ছাড়া দিনে একবার এটি প্রয়োগ করতে পারেন। তবে লেবুর রস ব্যবহারে ত্বকে ঝালা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে লেবুর রস ব্যবহার না করাই ভাল। **মধু** - মধুতে প্রদাহ বিরোধী এবং ব্যাকটেরিয়ারোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ব্রণ সারাতে মধুর জুড়ি মেলা ভার। ভিনেগার অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ। এটি ব্রণ নিরাময়ে সাহায্য করে। ১ টেবিল চামচ আপেল সাইডার ভিনেগারে ৩ টেবিল চামচ জল মিশিয়ে মুখে লাগান। সারা রাত রেখে দিন। প্রতিদিন বা একদিন ছাড়া দিনে একবার এটি লাগাতে পারেন। আপেল সাইডার ভিনেগারে জল না মিশিয়ে ব্যবহার করা হলে ত্বকে ঝালা হতে পারে। তাই খুব সতর্ক থাকুন। **লেবুর রস**- ভিটামিন সি সমৃদ্ধ লেবু ব্রণ ক্রমতে দারুণ কার্যকর। ১ চা চামচ

উত্তরাখণ্ড : আবার শুরু হল কেন্দরনাথ খাম যাত্রা

গুণ্ডকাশী, ২৭ জুন : উত্তরাখণ্ড এবং উপত্যকায় বৃষ্টি থামার সাথে সাথেই মঙ্গলবার থেকে আবার শুরু হয়েছে কেন্দরনাথ ধামে তীর্থযাত্রা। তবে এবার পুলিশ প্রশাসন পূণ্যার্থীদের নিরাপত্তায় বেশ প্রস্তুত। গত দুদিন ধরে টানা বৃষ্টির কারণে স্থানীয় প্রশাসন এবং তারপর সরকার কেন্দরনাথ খাম যাত্রা বন্ধ করে দিয়েছিল, কিন্তু আজ থেকে উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। যাইহোক, গৌরীকুন্ড-কেন্দরনাথ ফুটপাথে মাঝে মাঝে ভূমিধস এবং পাথর পড়া অব্যাহত রয়েছে। তা সত্ত্বেও তীর্থযাত্রীরা কেন্দরনাথ ধামে যাত্রা করছেন। দুর্ঘোণ ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে আজ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে ঋষিকেশ-কেন্দরনাথ জাতীয় সড়ক (এনএইচ-১০৭) যান চলাচলের জন্য মসৃণ। ঋষিকেশ-শ্রীনগর-রুদ্রপ্রয়াগ জাতীয় মহাসড়ক (এনএইচ-৫৮) এবং গৌরীকুন্ড-কেন্দরনাথ পথচারী রুট যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত। এর সাথে, জেলার সমস্ত তহসিলে বিদ্যুৎ সরবরাহ পানীয় জল সরবরাহ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

দুর্ভুন্দের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধ, মৃত বিএসএফ জওয়ান

ইক্ষল, ২৭ জুন : অগ্নিগর্ভ মণিপুরে সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের সঙ্গে সংগঠিত বন্দুকযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন বিএসএফ-এর জৈন জওয়ান। শহিদ জওয়ানকে নরেন্দর কুমার বলে শনাক্ত করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার মণিপুরের নিরাপত্তা উপদেষ্টা কুলদীপ সিং জানান, ঘটনা গতকাল সোমবার বিকালে টেংনুপাল জেলায় সংগঠিত হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় টেংনুপাল জেলায় টহল দিছিলেন বিএসএফ-এর ১২২ ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। কিন্তু মোরেহ বাজারে টহল দেওয়ার সময় আচমকা সশস্ত্র এক দুর্বৃত্তের দল জনৈক গৃহস্থের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। বিএসএফ দুর্বৃত্তদের রুখতে গেলে তাঁরা জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করতে থাকে। জবাবি গুলি চালায় বিএসএফও দুর্বৃত্তদের গুলিতে বন্ধি হন কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ান নরেন্দর কুমার। তাঁকে নিকটবর্তী সেনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু হাসপাতালের ডাক্তাররা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা, এর আগে গত ২৩ জুন সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা কাংপোকপিল জেলার সাইতু বিধানসভা কেন্দ্রের কাংচুপ গেলগুং সাব-ডিভিশনে অবস্থিত এর বলজং গ্রামে নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে বন্দুকযুদ্ধ সংগঠিত করেছিল।

হারিয়ে যাওয়া গয়না উদ্ধার করে যাত্রীদের ফিরিয়ে দিল আরপিএফ

কলকাতা, ২৭ জুন : সম্ভ্রান্তি কালীঘাট স্টেশনে, একজন অনডিউটি মহিলা আরপিএফ কর্মীরা নিয়মিত চেক করার সময় স্টেশনের লাগেজ স্ক্যানার মেশিনের কাছে রূপার গয়না খুঁজে পান। এই গহনার কোনও দাবিদার খুঁজে না পেয়ে তিনি সাবধানে পরীক্ষা করার পরে এটি স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। তারপরে, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা করে গহনাটির মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও সমস্ত স্টেশনে জানানো হয়েছিল। মাঝে , একজন মহিলা যাত্রী স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে রূপার গহনার মালিকানা দাবি করেন। যথামত যাচাইবাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে, উদ্ধার করা গয়না তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। হারানো গয়না ফিরে পেতে সাহায্য করার জন্য তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য যে মেট্রো চত্বরে যে কোনও অসুবিধার সম্মুখীন যাত্রীদের সাহায্য করার জন্য মেট্রো কর্তৃপক্ষ সর্বদা সতর্ক থাকে। মেট্রো কর্মীরা যাত্রীদের তাদের হারিয়ে যাওয়া জিনিসগুলি ফেরত পেতে বা জরুরী পরিস্থিতিতে তার পরিবারের সাথে বিচ্ছিন্ন সদস্যদের একত্রিত করতে সহায়তা করে।

খড়গপুর ডিভিশনে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ২৭ জুন : খড়গপুর ডিভিশনের খড়গপুর- ভদ্রক সেকশনের বহনগা বাজার স্টেশনে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজের কারণে ২৮.০৬.২০২৩ তারিখে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি বাতিল করা হবে। ট্রেন বাতিল-ক্রম না. ট্রেন নং ট্রেনের নাম বাতিল করা হয়েছে ১। ১২২৭৭ হাওড়া- পূরী শতাব্দী এক্সপ্রেস ২৮.০৬.২০২৩ ২। ২২৮৩১ হাওড়া- শ্রী সত্য সাই প্রশান্তি নিলয়ম এক্সপ্রেস ২৮.০৬.২০২৩ ৩। ১৮০৪৩ হাওড়া- ভদ্রক এক্সপ্রেস ২৮.০৬.২০২৩ ৪। ১৮০২১ খড়গপুর - খুর্দা রোড এক্সপ্রেস ২৮.০৬.২০২৩ ৫। ২২৮৪৯ শালিমার - সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস ২৮.০৬.২০২৩ ৬। ১২৭৭৩ শালিমার - সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস ২৮.০৬.২০২৩ ৭। ১৮০৪৪ ভদ্রক -হাওড়া এক্সপ্রেস ২৮.০৬.২০২৩ ৮। ১৮০৩৮ জাজপুর কেনওদ্যার- রোডখড়গপুর এক্সপ্রেস ২৮.০৬.২০২৩ ৯। ১২২৭৮ পূরী - হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস ২৮.০৬.২০২৩ ১০। ১৮০২২ খুরদা রোড- খড়গপুর এক্সপ্রেস ২৮.০৬.২০২৩ ১১। ২২৮৩৫ শালিমার- পূরী এক্সপ্রেস ২৮.০৬.২০২৩ ১২। ১৮০৮১ শালিমার- সফলপুর এক্সপ্রেস ২৮.০৬.২০২৩ ১৩. ২২৮৫৪ বিশাখাপত্তনম - শালিমার এক্সপ্রেস ২৮.০৬.২০২৩ ১৪। ২২৮৪২ তাম্রানোর - সাতারীয়াছি এক্সপ্রেস ২৮.০৬.২০২৩ ১৫। ১৮০৪৬ হায়দ্রাবাদ- শালিমার ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস ২৮.০৬.২০২৩ ১৬। ২২৮৬৪ স্যার এম বিশ্বেশ্বরায় টার্মিনাল - হাওড়া এক্সপ্রেস ২৮.০৬.২০২৩ ১৭। ১২৮৬৮ পুদুচেরি -হাওড়া এক্সপ্রেস ২৮.০৬.২০২৩ ১৮। ২২৮২৬ এমজিআর চেরাই সেন্ট্রাল -শালিমার এক্সপ্রেস ২৮.০৬.২০২৩।

মেঘালয়ের রিভোই জেলায় বজ্রপাতে বাড়ি পুড়ে ছাই, আহত হয়

শিলং, ২৭ জুন : মেঘালয়ের রিভোই জেলায় সংঘটিত বজ্রপাতে জনৈক গৃহস্থের বাড়ি পুড়ে সম্পূর্ণ ছাই হয়ে গেছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন শিশু-মহিলা সহ বাড়ির ছয় সদস্য। আগুনে বলসে গুরুতরভাবে আহত সংজ্ঞাহীন শিশুকে শিলঙের নাজারেথ হাসপাতালে এনে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়েছে। তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। ঘটনা আজ মঙ্গলবার ভোরেরদুপুরে সংঘটিত হয়েছে। গতকাল রাত থেকে ভারী বৃষ্টিপাত ছিছিল। এক সময় রিভোই জেলার উমসোলাইত গ্রামে বজ্রপাত হয় ক্রিস্টিনা মাইনসঙের বাড়িতে। সে সময় বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে ছিলেন। বজ্রপাতের ফলে ক্রিস্টিনার বাড়িতে আগুন ধরে যায়। ঘুমের মধ্যে বাড়িতে আগুন ধরায় দিগবিদিকশূন্য হয়ে পড়েন ক্রিস্টিনা ও তার পরিবারের সদস্যরা। এদিন ভোরে তড়িঘড়ি আহত ছয়জনকে নিয়ে আসা হয় শিলঙের নাজারেথ হাসপাতালে। এখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে চারজনকে ছেড়ে দিলেও মা ক্রিস্টিনা মাইনসং এবং তার সংজ্ঞাহীন শিশুগুত্রকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শিশুসন্তানের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় তাকে আইসিইউ-এ ভর্তি করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এর আগে গত ২১ জুন রাজ্যের মণ্ডগনিরামের মাওডন এবং মাওখাম গ্রামে বজ্রপাতে দুজনের মৃত্যু হয়েছিল। নিহতদের যথাক্রমে মাওডনের স্মাইলাইট ডবন (৫৫) এবং মাওখাম গ্রামের ওয়ালান্থক রাপসাং (১৯) বলে শনাক্ত করা হয়েছিল।

১২ ঘণ্টার বরাক বন্ধ-এর ব্যাপক প্রভাব করিমগঞ্জে

অসম, ২৭ জুন : অসমের সংসদীয় ও বিধানসভা এলাকার ডিলিমিটেশন খসড়া প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করে বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (বিডিএফ), কংগ্রেস, এআইইউডিএফ সহ অন্য বিরোধী দল ও বিভিন্ন অরাজনৈতিক সংগঠন আহূত ১২ ঘণ্টার বরাক বন্ধ-এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল করিমগঞ্জ সদর শহর সহ জেলা। তবে বনধকে বানচাল করতে সকলে থেকে অতি সজ্জা ছিল করিমগঞ্জ পুলিশ। কড়া মোজাজে ছিলেন সদর ডিএসপি নীতার্ণ দেবশর্মা ও তার বাহিনী। অন্যদিকে বনধ সফল করতে এদিন কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছিল জেলা কংগ্রেস থেকে শুরু করে যুব কংগ্রেস, সেবা দল এবং ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই। বনধ-এর দিন আজ শহরের স্থানে স্থানে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছেন এআইইউডিএফ, এসইউসিআই

(কমিউনিস্ট), সিপিআই, আম আদমি পা্টি, তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরাও। সকাল নয়টায় যুব কংগ্রেস কর্মীরা করিমগঞ্জ কলেজের গ্রেটের সামনে অবস্থান গড়ে তুললে প্রথমেই তাদের আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় সদর থানায়। বোলা সাড়ে দশটায় জেলাশাসক কার্যালয়ের প্রবেশদ্বারে প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন করার সময় আটক করা হয় অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উপ-সভাপতি তথা উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, জেলা কংগ্রেস সভাপতি রজত চক্রবর্তী , এআইইউডিএফ নেতা আব্দুল হেকিম চৌধুরী সহ শতাধিক বনধ সমর্থকদের। আটক হওয়ার সময় পুলিশের সঙ্গে টানা-হাাচড়াক করতে গিয়ে আখ্যাপ্রাপ্ত হন বিধায়ক কমলাক্ষ। ডান হাতের পাশাপাশি বাঁ পায়ে চোট লাগায় পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁকে ভরতি করা হয় করিমগঞ্জ সিউল হাসপাতালে। সেখানে পায়ের ঞ্জ-রে ও ব্যাল্জেজ করে প্রায় দু ঘণ্টা পর নিয়ে আসা হয় সদর থানায়। অফিসপাড়ার ধরনা শেড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর নেতা-কর্মীরা। লাল পতাকা হাতে

মানুষ মেনে নেবে না ২৩ হাজার কোটির দুর্নীতিতে ডুবে তৃণমূল, সুর চড়ালেন মোদী



নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : লোকসভা ভোটের আগে একে অন্যের হাত ধরেছে দুর্নীতিগ্রস্তরা। একসময় যারা একে অন্যকে গালাগালি দিতেন তারা এখন তারা প্রণাম করছেন। প্রধানমন্ত্রীর নিশানায় কংগ্রেস, তৃণমূল ও ডিএমকে-সহ বিরোধী একাধিক দল। লোকসভা ভোটের আগে জোটকে এভাবেই আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি তৃণমূলের বিরুদ্ধে ২০ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন মোদী। সারদা, রোজভ্যালি ও শিক্ষা দুর্নীতিতে ২৩ হাজার কোটি টাকা নয়হয় করছে তৃণমূল কংগ্রেস। এমনই অভিযোগ তুলে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। মানুষ এই দুর্নীতি ভুলবে না। ‘আমার বুথ সবচেয়ে মজবুত’, বিজেপির ওই কর্মসূচিতে সরব হলেন মোদী। নরেন্দ্র মোদী বলেন, ভাড়াপার যারা ঘোর বিরোধী ছিল তাদের মধ্যে ২০১৪ ও ২০১৯ সালে এত ছটফট দেখিনি। আজ এক ছটফটানি কেন? যাদেরকে কিছু একসময় কিছু লোক শত্রু বলতো, গালাগালি করতে তারা ওইসব লোককে প্রণাম করছে। এটা হল ওদের ব্যাব্যাবধতা। বিরোধী দলের এইসব ছটফটানি ও আতঙ্ক প্রণাম করে দেশের মানুষ এদের ক্ষমা করবে না। পাশাপাশি তারা ২০২৪ সালের নির্বাচনে ভাড়াপাকে ফের ক্ষমতায় আনার ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলেছে। বিরোধীদের এই বিরোধী জোটে এমনকিছু লোক আছেন যারা জেল ফেরত। তাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে বিরোধী নেতারা। সম্প্রতিক কালে গ্যারান্টি বটে একটা শব্দ জনপ্রিয় হয়েছে। এটা হল দুর্নীতিগ্রস্থদের শান্তির গ্যারাণ্টি। বিজেপির ওই সভায় বিরোধীদের নিশানা করে মোদী বলেন, দুর্নীতিগ্রস্থদের বিরুদ্ধে যখন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তখন তারা একজেট হচ্ছে। যারা জেল ফেরত ও জেল যাদের ডাকছে তাদের যুগলবন্দি এখন দেখা যাচ্ছে। ছবিতে যাদের দেখা যাচ্ছে তাদের সবার দুর্নীতি যদি হিসেব করেন তাহলে দেখা যাবে এরা মোট ২০ লাখ কোটি টাকার

দিল্লি বিমানবন্দরে এবার নতুন সুবিধা, সেলফ ব্যাগেজ ড্রপ কমাবে অপেক্ষার সময়

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : GMR বিমানবন্দর পরিকাঠামো লিমিটেড-এর নেতৃস্থানীয় কল্যাণমল হল দিল্লি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট লিমিটেড। এটি দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পরিচালনা করে। মঙ্গলবার ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল বিমানবন্দর এর টার্মিনাল-৩-এ সেলফ-ব্যাগেজ ড্রপ সুবিধা চালু করার কথা ঘোষণা করেছে তারা। এই নতুন উদ্যোগের লক্ষ্য হল ব্যাগেজ ড্রপ-অফ প্রক্রিয়া সহজ করা। এই উদ্যোগ যাত্রীদের অপেক্ষার সময় প্রায় ১৫-২০ মিনিট কমিয়ে দেবে এবং বিমানবন্দরের সাময়িক অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করবে। সেলফ- ব্যাগেজ ড্রপ সুবিধা একটি সহজ এবং দক্ষ দুই পদক্ষেপ বিশিষ্ট প্রক্রিয়া। প্রথমত, যাত্রীরা সেলফ চেক-ইন কিস্তে তাদের বোর্ডিং পাস এবং লাগেজ ট্যাগ বানাতে পারে। তারপর লাগেজে তাদের চেক-ইন ট্যাগ করার পরে যাত্রীরা SBD সুবিধায় তাদের বোর্ডিং পাস স্ক্যান করবে। সেখানে তারা ঘোষণা করবেন যে তাদের লাগেজে নিষিদ্ধ অথবা বিপজ্জনক আইটেম নেই। এরপরে তাদের লাগেজ নির্দিষ্ট বেল্টে লোড করবেন। এই কাজ শেষ হলে তাদের লাগেজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাছাই এলাকায় স্থানান্তরিত হবে এবং পরে বিমানে পৌঁছে যাবে। এই সুবিধাটি ব্যবহার করতে যাত্রীদের লাগেজকে নাম নথিভুক্ত করতে হবে না। প্রতি মিনিটে তিনজন যাত্রীকে সার্ভিস দেওয়ার ক্ষমতা

পারবেন। এরপরে অন্যান্য পার্চাট এয়ারলাইন এই সুবিধা ব্যবহার করতে পারবে। এই বিমানসংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া, ভিস্তারা, এয়ার ফ্রান্স, কেএলএম রয়্যাল ডাচ এয়ারলাইনস এবং ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ। এই উদ্যোগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে, DIAL- এর সিইও, বিবেহ কুমার জয়পুরিয়া বলেন, “বিভিন্ন ডিজিটাইজেশন এবং অটোমেশন উদ্যোগের মাধ্যমে দিল্লি বিমানবন্দরে যাত্রীদের অভিজ্ঞতা সর্বাধিক করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে DIAL কাজ করছে। সেলফ-ব্যাগেজ ড্রপ সুবিধার লক্ষ্য যাত্রীদের স্মনির্ভর করা। একই সময়ে এটি উল্লেখযোগ্যভাবে লাগেজ প্রক্রিয়াকরণের সময় কমিয়ে দেবে যাত্রীরা বিমানবন্দরে তাদের সময় উপভোগ করতে পারেন।”

নকশালবাড়িতে বিষাক্ত মাশরুম খেয়ে মৃত্যু শিশুর, অসুস্থ আরও তিন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : শিলিগুড়ির নকশালবাড়ি থানার হাতিশিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের হরশিং জ্যেতে বিষাক্ত মাশরুম খেয়ে মৃত্যু হল এক শিশুর। অসুস্থ আরও তিন জন। মৃতের নাম কৃশ লাকড়া (৯)। বাকি তিন জনের নাম কুলদীপ লাকড়া (৭), আলমি লাকড়া (২৮) ও অমৃতা লাকড়া (৩৩)। চারজন একই পরিবারের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ওই পরিবারটি এক ফেরিওয়ালার কাছ থেকে মাশরুম কেনে। তা খেয়ে পরিবারের চারজন অসুস্থ হয়ে পড়েন সেদিন রাতে। শুরু হয় বমি, পাতলা পায়খানা, পেট ব্যথা, ঝর। সেদিনই তাদের নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক চারজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে রেফার করেন। সোমবার সন্ধ্যায় ওই পরিবারের সদস্য নয় বছরের শিশু কৃশ লাকড়ার মৃত্যু হয়। তার দেহ মঙ্গলবার ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। বাকি তিন জন এখনও উত্তরবঙ্গ মেডিকলে ভর্তি রয়েছেন। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

নদীয়ায় “নো ভোট টু তৃণমূল” স্লোগান, নির্দল প্রার্থীর হয়ে প্রচারে সিংহ ভাগ মানুষ

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২৭ জুন : নির্বাচনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে প্রচারে কোন খামতিই রাখতে নারাজ শাসক বিরোধী সহ নির্দল প্রার্থীরা। শাসক তৃণমূল কংগ্রেস সরাসরি স্বীকার না করলেও নির্দল প্রার্থীরা যে এবার তাদের কলার কাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নদীয়ায়, এবার প্রায় গোটা গ্রামের মানুষ শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে নির্দল প্রার্থীর হয়েই ভোট প্রচারে গা ডাঙ্গিয়ে দিয়েছে। তাদের একটিই স্লোগান “নো ভোট টু তৃণমূল”।

নবদ্বীপ বিধান সভার অন্তর্ভুক্ত জ্যোনিয়া গ্রামপঞ্চায়েতের সূচিয়া গ্রামে এবার ভোটের লড়াইয়ে তৃণমূলকে টেকা দিতে তৈরী নির্দল প্রার্থী গৃহবধু ইমা দাস। প্রথমবার রাজনীতি বা নির্বাচনে অংশ, তাও আবার শাসক তৃণমূলের বিরুদ্ধে, কিন্তু কেন এই সিদ্ধান্ত? প্রশ্নের উত্তরে ইমা দাস জানায়, দিন দিন তৃণমূলের যা অত্যাচার বেগে গিয়েছে তার থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যই এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু কিভাবে নির্বাচিত হলো নির্দল প্রার্থী? প্রশ্নের জবাবে ইমা দাস জানায় তিনি গৃহবধু, বাড়িতে শূশুর, শাশুড়ি ও এক পুত্র সন্তান আছে, স্বামী কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন। এলাকায় শিক্ষিতরা আ একার হয়ে আছে, নেই কর্মসম্ভারের ব্যবস্থা, এলাকায় হয়নি তেমন ভাবে কোন উন্নয়ন, এলাকার মানুষের মধ্যে এসব নিয়ে চাপা, ক্ষোভ ছিল দীর্ঘদিনের। এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ার পর, সেই ক্ষোভের ছাঁই চাপা আগুন, দাবানলে পরিনত হয়। এলাকার অসংখ্য মানুষ তাদের বাড়িতে এসে তার শূশুর, শাশুড়ি কে জানায় ইমা দাসকে এবার এলাকার মানুষ নির্দল প্রার্থী হিসেবে চায়, সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক মানুষ, লড়াইয়ের ডাক তাও শাসকের বিরুদ্ধে, এ যে একপ্রকার জলে থেকে কুমিরের সাথ লড়াই, কিন্তু এলাকার মানুষের কথা ভেবেই পরিবারের সকলেও সায় দিল তাতে, তার পরই এই সিদ্ধান্ত। এখন প্রতিদিনই চলছে জোরকদমে ভোট প্রচার, সংসারের কাজ সেের সকাল- বিকেল শুধুই চলছে প্রচার, সাধারণ মানুষের উন্নয়নও পাচ্ছেন বলেও তিনি জানান। জিতলে এলাকার মানুষের সার্বিক সমস্যার জন্য ও মানুষের জন্যই কাজ করবে বলেও তিনি জানান। ইমা দাসের কাকি শাশুড়ি কল্যাণি দাস জানায়, এলাকার মানুষের প্রস্তাব আসার পর আরো স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বৌমা ইমা দাসকে এগিয়ে দিয়েছি, জানি লড়াইটা শাসক তৃণমূলের বিরুদ্ধে তাও ভয়- ভীতিকে দূরে সরিয়ে এখন আমরা চাই আমাদের বৌমা জিতে মানুষের জন্য কাজ করুন সকলের ভাল করুক। স্থানীয় বাসিন্দা রামায়ণ ঘোষ জানায় এলাকায় সকল তৃণমূল বিরোধী মানুষ এক হয়েছে ইমা দাসকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেছে, এই পঞ্চায়েত গত নির্বাচনে বিজেপি পায় কিন্তু পরবর্তী সময়ে তৃণমূল ভয় দেখিয়ে ও অর্থের বিনিময়ে তা নিজেদের করে নেয় তারপর থেকে এলাকায় হয়নি কোন উন্নয়ন, তৃণমূল চুরি করে সব ফাঁকা করে দিয়েছে, তাই আমরা এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। স্থানীয় বাসিন্দা পুষ্প দাস জানায় তৃণমূল আমাদের কোন কাজ করেনি, তাই এবার তৃণমূলের সাথে নেই। বিগত দিনের অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও ভোটের সন্ত্রাস চলে বা ভোট লুটের চেষ্টা হয় তাহলে কি করবেন প্রশ্নে তিনি জানায় আমরা এলাকার সব মানুষ প্রস্তুত আছি সব রকম সন্ত্রাস রুখে দিতে, পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে দেখা যায় মানুষের ভোটের জিতেই প্রার্থীরা দল বদলে ফেলে, ইমা দাসও যদি তাই করে, বলতেই একপ্রকার ক্ষুদ্ধ হয়েই পুষ্প দাস জানায় ইমা দাস এমন কাজ করবে না, আমাদের সে বিশ্বাস আছে, আমরা জা বলবে যে ভোটেতে সকলের ভাল হবে ইমা দাস সেটাই করবে। এলাকার যুব সমাজ কি চাইছে তা জানতে স্থানীয় বাসিন্দা নজরুল সেখ কে এলাকার পঞ্চায়েত নির্বাচনে ২৫৫ নং গ্রাম পঞ্চায়েত আসনের প্রতিনন্দ্বিতার প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে তিনি স্পষ্ট জানায় বর্তমানে যারা সমাজ নিয়ে, সমাজের সার্বিক উন্নয়নের কথা ভাবে তারা কেউ আর এখন তৃণমূল করে না, এখন তৃণমূল প্রমোটিংয়েরই করে। সেখানে এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য ইমা দাসকে নির্দল প্রার্থী করা হয়েছে, তিনি আরও বলেন এলাকার মেট ভোটেরের বড় একটা অংশ সংখ্যা লঘু ভোটার, পাশাপাশি স্বাধীনতার পর থেকে এই সূচিয়া গ্রামে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ সশ্রুতির মেলবন্ধন আবদ্ধ হয়েই থাকে, কিন্তু বর্তমানে রাজা জুড়ে তৃণমূলের অপশাসন, নিয়োগে দূর্বীতি, শিক্ষিতরা আজ বেকার, এলাকায় পৌঁছায়নি কোন উন্নয়ন, রাস্তাঘাট ভাঙ্গা, এরা শুধু চুরিটাই করেছে এত দিন, তাই গ্রামের মানুষ ঠিক করেছে এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে “নো ভোট টু-তৃণমূল”। পাশাপাশি তিনি নির্বাচনে হেরাধি বাহিনী থাকা বিষয়টিকেও সাধুবাদ জানিয়েছে বলে বিগত দিনে যেভাবে ভোটের জেতার জন্য তৃণমূল সন্ত্রাস চালিয়েছে তাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট কানোয় সাধারণ মানুষ নিরাপত্তা পাবে। পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রার্থী জেলা পরিষদ, ও পঞ্চায়েত সমিতির ভোট কোন দিকে যাবে প্রশ্নি সকলেই বলে দত সর্বত্রই “নো ভোট টু তৃণমূল”। সব মিলিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে যতই রাজ্য সরকারের এত জনমূল্যী প্রকল্পের সুবিধার কথা ও এলাকায় এলাকায় উন্নয়নের কথা বলে প্রচার করুক, জ্যোনিয়ার সূচিয়া গ্রামের মানুষ কিন্তু এক কথায় তৃণমূলকে বর্জন করেছে বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের।

বিজেপি প্রার্থী হওয়ায় বয়কটের মুখে আদিবাসী তরুণীর পরিবার

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৭ জুন : বিজেপি প্রার্থী হওয়ায় এক আদিবাসীর তরুণীর পরিবারকে এক ঘরে করার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বাধা দেওয়া হচ্ছে প্রচারে। এমনকি গায়ের জোরে পুকুরের মাছও ধরে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রশাসন তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দিয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বীরভূমের ময়ূরেশ্বর ১ নম্বর ব্লকের মল্লারপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর আসনে ইন্দ্রভাঙ্গল গ্রামে থেকে বিজেপির হয়ে প্রতিন্দ্বিতা করছেন নমিতা সোেরন। মল্লারপুর টুরকু হাঁসদা লপসা হেমরম কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী নমিতা এবারই প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। ওই আসনে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন সরস্বতী মুন্মু। অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা গ্রামে ঢুকে সবাইকে শাসিয়ে গিয়েছে। বিজেপি প্রার্থীকে এক ঘরে করার নিদান দিয়েছে তারা।ই এই মর্মে বিভিন্ন র কাজে লিখিত অভিযোগ দাখের করছেন নমিতা। তিনি বলেন, মনোমানন করা জমা দেওয়ার পর থেকে তৃণমূল প্রত্যাহারের জন্য চাপ দিয়ে আসছিল। কিন্তু তাদের দাবি মেনে না নেওয়ায় এবার আমাদের এক ঘরে করে রেখেছে। আমাদের পুকুরের মাছ ধরে নিচ্ছে। প্রচারে ঘের হতে দিচ্ছে না। দেওয়াল লিখন মুছে দিচ্ছে। আমি গণতন্ত্র উৎসবে আমি প্রথম ভোটার। কিন্তু তৃণমূলের অত্যাচারে তিক্ত অভিজ্ঞতা হল। এটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিজেপির ময়ূরেশ্বর ১ ব্লক মণ্ডল সভাপতি শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়, এটা মধ্যযুগীয় বর্বরতা। প্রাণী ও তার পরিবারকে পুকুরে নামতে দেওয়া হচ্ছে না। পানীয় জল নিতে দিচ্ছে না। তৃণমূল এই সংসদে হারছে জানতে পেরেই নোংরামি করছে।

দলের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ীদের করোনাকালে বিনা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বললেন শতাব্দী

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ২৭ জুন : দলের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ীদের করোনাকালে বিনা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বললেন তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম লোকসভার সাংসদ শতাব্দী রায়। মঙ্গলবার ছিল দুবরাজপুর ব্লকের চিনপাই অঞ্চলে সাংসদ শতাব্দী রায়ের জনসভা। আগত জনগণের সামনেই কোনো রাখঢাক না করেই তিনি বলেন, যারা করোনাকালের পরীক্ষা না দিয়ে সিঙ্গ থেকে সেভেন, এইটে পাশ করে গেছিল তাদের মতোই যারা পরীক্ষা না দিয়ে আজ জয়ী, তারাও পাশ করে গেছে তো পাশ করে গেছে। কিন্তু যারা পরীক্ষা দেবে, তারাও পাশ করে যাবে। এভাবেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাশ করাকে কার্যত

কটাক্ষ করেন সাংসদ। তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়ের এই কথার প্রেক্ষিতে বিজেপির জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, দিদিমণির বিবেক দংশন শুরু হয়েছে। পুলিশ ও গুপ্তা দিয়ে সন্ত্রাস করে মানুষকে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে না দিয়ে, তৃণমূলের অনেকেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। তারা মানুষের কাছে পরীক্ষা দেয় নি। পরীক্ষা দিলে ফেল করতো এটা সাংসদ জানেন। সিংএমের বর্ষীয়ান নেতা রামচন্দ্র ডোম বলেন, সাংসদ শতাব্দী রায় নতুন এসেছেন, তা তো বলা যাবে না। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছেন। সবটাই জানেন। এখন তার মধ্যে অপরাধবোধ কাজ করছে। তাই নিজের অজান্তেই এমন স্বীকারোক্তি দিয়ে ফেলেছেন। এটা তো সত্যি কথাই,

দুষ্কৃতী তাণ্ডবে চললো গুলি মৃত ১ আহত ৭, রং লাগল রাজনীতির



নিয়ে এসে তাণ্ডব চালাচ্ছে। আমাদের এক তৃণমূল কর্মী মারা গেছেন ও বাকি সাত জন গুরুতর আহত হয়েছে। যার মধ্যে একজনের মধ্যে অস্ত্রোৎসর্গ। এই শাস্ত্রোৎসর্গ না হলে সূত্রের সূত্রের সময় চলে এসেছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী এই ঘটনার পর নির্দল কমিশন কোচবিহারের জেলাশাসক কে ফোন করে এই ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ রিপোর্ট চেয়ে পাঠান। ঘটনার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান কোচবিহারের পুলিশ সুপার স্মৃতি কুমার এবং তার সঙ্গে যান সিতিই কেন্দ্রের বিধায়ক জগদীশচন্দ্র বর্মী বসুনিয়া। কোচবিহারের পুলিশ সুপার স্মৃতি কুমার বলেন – ঘটনায় দুষ্কৃতি যোগ রয়েছে। যেই জায়গায় এই ঘটনা হয়েছে সেই জায়গায় কোন ফেলিং নেই। একদম বাংলাদেশ সীমান্ত তাই দুষ্কৃতীরা ঘটনা ঘটিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে গেছেন। আমরা বিএসএফ এবং বিডিআরের সাথে কথা বলে দুষ্কৃতিদের ধরার ব্যবস্থা করা যায়। তবে পরবর্তীতে ঘটনাস্থল থেকে ফেরার পর সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন যে এই ঘটনায় যারা মৃত বা আহত তাদের রাজনৈতিক যোগ রয়েছে কিনা সেই প্রশ্নকে তেগি বলেন-কেউ অরাজনৈতিক নয়। প্রাথমিকভাবে যেটা জানা গেছে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তৃণমূলের উপর আক্রমণ করে ওপাশে পালিয়ে গেছে। ফলে সম্পূর্ণ ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোড়। তবে প্রশ্ন উঠছে, যেভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রতিনিয়ত চরম সন্ত্রাসের ছবি দেখছে দিনহাট সহ কোচবিহারের বিভিন্ন এলাকা তাতে কিভাবে সাধারণ মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন? প্রশ্ন উঠছে বিজেপি নেতা অজয় রায় বলেন – যার মৃত্যু হয়েছে সে একজন পাচারকারী আর যাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে তারা প্রত্যেকেই মাদক পাচারের সাথে যুক্ত এর সাথে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। এই বিষয়ে বিজেপির নাটাবাড়ির প্রধায়ক মিহির গোস্বামী বলেন – দিনহাটায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর সাহায্যে বিভিন্ন পাচারকারীরা অব্যাহত যাতায়াত করে ভরতবর্ষ আর বাংলাদেশ তদেরকে বাধা দিতে গেলেই তারা বিএসএফের উপর দোষারোপ করেন। বিজেপির উপর দোষারোপ করছেন। যদিও এই বলেন বাংলায় আইনের শাসন চলেনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে শাসকের শাসন চলে সারা রাজ্য জুড়ে তারা অশান্তি করছে

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী তথা দিনহাটার বিধায়ক উদয়ন গুহ বলেন – গুলি কি উপর থেকে চলেছে? গুলি চালিয়েছে, বিজেপি আশ্রিতা দুষ্কৃতীরা কোচবিহারের বিজেপির মন্ত্রী ও বেশ কিছু নেতা বাংলাদেশ থেকে দুষ্কৃতীদের এনে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। তিনি আরো বলেন জারিধরলা গ্রামে যেখানে তাড়ন্ত হয়েছে সেই জায়গাটি জিরো পয়েন্টের এক কথায় বলা যায় প্রায় চাপানোড়ের। মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনার পর স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব অভিযোগ করেন – বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে এবং মৃত ব্যক্তি তৃণমূল সার্থক। মৃত ব্যক্তির নাম বাবু হুকা। প্রসঙ্গত জারি ধরলা এলাকা বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা এবং এই এলাকা যাবার আগে শিক্ষিজানি নদী রয়েছে। বিএসএফের বোটের করে নদী পার হয়ে তারপর জারিধরলা এলাকায় যেতে হয়। এই এলাকার সাথে বাংলাদেশের দূরত্ব খুবই সামান্য এবং নেই কোন কাটাটার ফলে খুব সহজেই দুষ্কৃতীরা এপার ওপার করে পেরেন। এই মর্মান্বিত্যে ঘটনার পর ঘটনা নিয়ে শুরু হয় চরম রাজনৈতিক চাপানোড়ের। আহত ব্যক্তিরে প্রথমে দিনহাট মহকুমা হাসপাতাল পরবর্তীতে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাদের কোচবিহারের রেফার করা হয় কোচবিহারের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় আহত এক ব্যক্তিকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। রাজ্জাক হোসেন নামে ওই ব্যক্তি বর্তমানে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন। কোচবিহারের বেসরকারি হাসপাতালে আহতদের দেখতে আসেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র পার্ণাপ্রতিম রায় এবং কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। একরশ খুব উপরে দিয়ে পার্থপ্রতিম রায় বলেন, এরা সকলেই বাংলাদেশের দুষ্কৃতি এবং বিজেপি এদেরকে

ভারত গৌরব স্পেশাল ট্যুরিস্ট ট্রেনে এবার বৈষ্ণোদেবী দর্শন

সৃজিত দত্ত, কলকাতা, ২৭ জুন : আইআরসিটিসি কলকাতা অফিসের পক্ষ থেকে ভারত গৌরব বিশেষ ট্যুরিস্ট ট্রেনের মাধ্যমে এবার উত্তর ভারত সহ মাতা বৈষ্ণোদেবী দর্শনের আয়োজন করা হচ্ছে আগামি আগষ্ট মাসে। মঙ্গলবার জেলা ট্রিক্লিংশন ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ট্যুরিজমের চীফ সুপারভাইজার সৌরভ চ্যাটার্জী, ট্যুরিজমের এক্সিকিউটিভ ম্যুন্সিট রায়চৌধুরী এবং ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েট অমিত মৈত্র। সৌরভ চ্যাটার্জী জানিয়েছেন, আগষ্ট মাসের ১১ তারিখে ট্রেনটি কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করবে। ভারত মাদ মন্দির, গঙ্গা আরতি, রাম ঝুলা, লক্ষ্মন ঝুলা, ত্রিবেণী ঘাট, মাতা বৈষ্ণোদেবী মন্দির, স্বর্ণ মন্দির ও ওয়াধা বর্ডার, তাজ মহল, মথুরা, বৃন্দাবন, রাম জম্মভূমি, সায়দী নদী শ্রবন করানো এবং এই ভ্রমণ কর্মসূচির মাধ্যমে বর্তমান ভারত সরকারের, ‘এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত’ এবং ‘দেখা আনান দেশ’ উদ্যোগ কে সফল রূপ

করোনাকালের মতোই বিপর্যয় চলছে। ভয় দেখিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হওয়া, এক অর্থে পরীক্ষা না দিয়ে পাশ করা। একাত্তর সালকেও এরা ছাপিয়ে গেছে। বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হওয়ার প্রবণতা এদের মধ্যে বেশি। এদিন চিনপাইয়ে দলীয় সভা থেকে সাংসদ বলেন,

আমাদের দলে যারা ভাবছেন, যারা নির্দল প্রার্থী হয়েছেন, তাদেরই নাম প্রকাশ্যে এসেছে। এটা ভুল। মনে রাখবেন, জগতটা এখন অনেক ছোটো। এখনই আমেরিকায় কাউকে হ্যালো বললে, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাওয়া যাবে। প্রতিদিন সকালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রতিদিন সকালে আইবি ও পুলিশ রিপোর্ট,

পৌঁছায়। তাই যারা পিছন থেকে নির্দল প্রার্থীদের উৎসকে বলছেন, আমাদের প্রার্থীকে হারা, তারাও দুই মিনিটের মধ্যে শান্তি পাবেন। এদিন ফের দুবরাজপুরে মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়েন সাংসদ শতাব্দী রায়। পানীয় জল, রাস্তাঘাটের সমস্যা এবং বার্ষক্যভাতা না পাওয়া নিয়ে গ্রামবাসীরা সাংসদকে সামনে পেয়ে তাদের ক্ষোভ উগরে দেন। যদিও জনসভায় সাংসদ সেই প্রসঙ্গে বলেন, মনে করে দেখুন, এই সরকারের আগে কবে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে সহিকেল পেয়েছিল? কবে জমা জুতো পেয়েছিল? কবে রূপশ্রী পেয়েছিল? কবে উচ্চ শিক্ষার জন্য দশ লক্ষ টাকা ক্রেডিট কার্ড পেয়েছিল? পায় নি। তাই তৃণমূল প্রার্থীদের জয়মুক্ত করুন।

জাল আধার-ভোটার কার্ড এবং পাসপোর্ট তৈরির অভিযোগে গ্রেফতার এক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : ভুয়া ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড সহ পুলিশের হাতে ধরা পড়ল নেপালের এক যুবক। সোমবার রাত এগারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি থানার ডিআইবি দপ্তরে। ধৃতের নাম গোপাল খরকা (৩৪)। সে নেপালের ঝাপা জেলার মেচি নগরের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। গোপাল খরকা ভারতীয় ভোটার কার্ড, আধার সহ পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেছিলেন। সেই মতো গতকাল নকশালবাড়ি থানায় পাসপোর্টের যাবতীয় নথিপত্র যাচাইয়ের জন্য আসেন তিনি। কিন্তু ডিআইবি দপ্তরের অধিকারিকদের তার নথিপত্র নিয়ে সিংসদেহ হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করতেই আসল তথ্য বেরিয়ে আসে। তার কাছ থেকে নেপালের পরিচয় পত্র এবং পাসপোর্ট উদ্ধার হয়। শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকার নকশালবাড়ির কাকনাডজেরতের এক আদিবাসী দম্পত্যিকে বাবা-মা বানিয়ে দালাল এর মাধ্যমে সে বছর দুয়েক আগে গোপাল। তার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন নকশালবাড়ির ডিআইও (ডিস্ট্রিক্ট ইন্টেলিজেন্স অফিসার)। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযুক্তের কী উদ্দেশ্য ছিল, তা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

খাঁচা বন্দী চিতা

দুরন্ত বার্তা, অলিপুরদুয়ার, ২৭ জুন :অলিপুরদুয়ার জেলার কার্লাচিনি ব্লকের আটিয়াবাড়ি চা বাগানে বনদফতরের পাতা খাঁচায় খাঁচাবন্দী হল একটি লেপার্ড। মঙ্গলবার ভোর সকালে চা বাগানের বনদফতরের পাতা খাঁচায় খাঁচাবন্দী লেপার্ডটিকে দেখতে পেয়ে এলাকার বাসিন্দারা বনদফতরে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে বন্ধা ব্যাঘ্র প্রকল্পের নিমতি রেঞ্জের বন্যকীরী খাচাবন্দী লেপার্ডটিকে উদ্ধার করে । এই বিষয়ে উল্লেখ্য বেশ কিছুদিন ধরে লেপার্ডের আতঙ্ক চলছে আটিয়াবাড়ি চা বাগানে ।

টিকিট না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হলেন প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৭ জুন : কালিয়াগঞ্জ ব্লকের মালগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান নীলিমা রায় ২১ নং পঞ্চায়েত সমিতির আসনের জন্য তৃণমূলের হয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু তার বদলে তার টিকিট অন্য একজনকে দল দিয়ে দেয়। এই বিষয়ে দল তার সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ করেনি। তৃণমূলের হয়ে মনোনয়ন পত্র দেওয়ার পড়েও দল তাকে টিকিট না দেওয়ায় তিনি নির্দল প্রার্থী হয়ে পঞ্চায়েত সমিতির আসনে নির্বাচনে লড়ছে। পাশাপাশি তার স্বামী জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় মালগাঁও অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি। তার স্ত্রী নীলিমা রায়কে দলের টিকিট না দেওয়ায় তৃণমূলে থাকলেও তার পদ ত্যাগ করেছে বলে জানান। আর তার স্ত্রী তথা মালগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নীলিমা রায় নির্দল প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছেন। আর ভোট দিন এগিয়ে আসায় গনদেবতার কাছে ভোট ভিক্ষা করতে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন বিগত দিনের উন্নয়নকে হাতিয়ার করে। নীলিমা দেবী বলেন, যেভাবে ভোট প্রচারে গিয়ে সারা পাচ্ছেন তাতে তিনি আশাবাদী মানুষ তাকে আশীর্বাদ দিয়ে জয়যুক্ত করবেন।

বাসন্তীতে পথ দুর্ঘটনায় জখম ২ যাত্রী

দুরন্ত বার্তা, বাসন্তী, ২৭ জুন : মঙ্গলবার সকালে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন দুই টোটো যাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী ঝড়খালি রোডের সুন্দরবন স্কুল মোড়ের কাছে। আহতদের মধ্যে রয়েছে জ্যোতিষপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী উপপ্রধান আয়ুব আলি মোল্লা ও তাঁর ছেলে নাজিমুল মোল্লা। এদিন সকালে আয়ুব ও নাজিমুল নিজেরের টোটাের চেপে বাসন্তী বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন, সেই সময় একটি পিক আপ ভ্যান দ্রুত গতিতে এসে তাদের টোটেতে ধাক্কা মারে। বরাত জোরে প্রাণে বাঁচেন বাবা ও ছেলে। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি তাদেরকে উদ্ধার করে বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাদেরকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পিক আপ ভানের চালককে আটক করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

উত্তর পূর্ব রেলের গোরক্ষপুরে যান্ত্রিক লাল্টু আপগ্রেড করা হয়েছে

গোরক্ষপুর, ২৭ জুন : উত্তরপূর্ব রেল তার যাত্রীদের অমণকে আনন্দদায়ক করতে এবং সুবিধাজনক এবং আরামদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করেছে। এর জন্য, লিনেন ঘোষা এবং বিতরণের প্রক্রিয়া উন্নত করার জন্য, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে প্রশাসন ১১ কোটি ব্যয়ে একটি নতুন এঙ্গেলি নিযুক্ত করেছে এবং গোরক্ষপুরে যান্ত্রিক লাল্টু আপগ্রেড করা হয়েছে। এই ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। প্রক্রিয়া উন্নত

করার জন্য, যাত্রী সুবিধাগুলি প্রসারিত করার সময় উত্তরপূর্ব রেলওয়ে দ্বারা গোরক্ষপুরের যান্ত্রিক লাল্টুতে তিনটি নতুন হাইটেক ওয়াশার এক্সট্রাক্টর মেশিন এবং একটি ক্যালেন্ডারিং মেশিন ইনস্টল করা হয়েছে। মেশিনের ক্ষমতা প্রতিদিন ০৯ টন থেকে ১৬.৭ টন করা হয়েছে। নতুন আর্থনিক মেশিনের সাহায্যে ম্যান পাওয়ার বাড়ানো হয়েছে। যার কারণে লিনেন ধোয়ার কাজে উন্নতি হয়েছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION &TENDER	
ABRIDGED NIT	
The Executive Engineer (Electrical)/LTG/I-II/ KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works :- 1. NIT NO. : LTG/51/50/V-I/23-24 Name of the work : Supply & delivery of Led light fittings at Gomes Lane and other sites in Ward No.50. Estimated Amount : Rs.4,99,874.00. Earnest Money : Rs.10,000.00. 2. NIT NO. : LTG/50/49/V-I/23-24 Name of the work : Supply & delivery of Led light fittings at Manindra Mitra Row and other different places in Ward No.49. Estimated Amount : Rs.4,99,784.00. Earnest Money : Rs.10,000.00. Period of Completion : 45 days (for SI.No. 1 & 2). Last date and time of Submission of Bid : 10.07.2023 upto 4 p.m. (for SI.No. 1 & 2). The Bid forms and other details are available on and from 28.06.2023 at 6 p.m. (for SI.No. 1 & 2) from the website https://etender.wb.nic.in (for SI.No. 1 & 2). The Ex.Engr.(E)/LTG/I-II, KMC invites E-tender online percentage Bid system for the following works :- 1. NIT NO. : LTG/72/WD-15/BR-II/I-23-24 Name of the work : Supply & delivery of Led street light at Vivekananda Road, Gouribari Lane, Canal West Road and different places in Ward No.15 under Br.-II. Estimated Amount : Rs.1,98,581.96. Earnest Money : Rs.4,000.00. 2. NIT NO. : LTG/74/WD-16/BR-II/I-23-24 Name of the work : Supply & delivery of Led street light at Iswarni Lane, APC Road, Sahitya Parisd Street, Dalimatala Lane and diff. places in Ward No.16 under Br.-II. Estimated Amount : Rs.1,98,976.82. Earnest Money : Rs.4,000.00. 3. NIT NO. : LTG/88/WD-16/BR-II/I-23-24 Name of the work : Repairing and maintenance of street lighting arrangements at Beadon Street, Pearl Mohan Sur Lane, Gorachand Bose Lane and diff. places in Ward No.16 under Br.-II. Estimated Amount : Rs.1,78,440.74. Earnest Money : Rs.3,600.00. 4. NIT NO. : LTG/124/WD-29/BR-III/I-23-24 Name of the work : Supply & delivery of Led street lights at Narkeldanga North Road and other places in Ward No.29. Estimated Amount : Rs.2,96,889.69. Earnest Money : Rs.6,000.00. Period of Completion : 30 Days (for SI.No. 1 to 4). 5. NIT NO. : LTG/130/WD-33/BR-III/I-23-24 Name of the work : Supply & delivery of different wattage of Led light fittings for Sura 2nd Lane, S.S. Road & other places in Ward No.33. Estimated Amount : Rs.1,99,783.14. Earnest Money : Rs.4,000.00. Period of Completion : 7 Days. 6. NIT NO. : LTG/122/WD-34/BR-III/I-23-24 Name of the work : Supply & delivery of Led street lights at Rashmoni Bazar Road and other places in Ward No.34. Estimated Amount : Rs.2,96,942.52. Earnest Money : Rs.6,000.00. 7. NIT NO. : LTG/90/WD-34/BR-III/I-23-24 Name of the work : Repairing and maintenance work of street lighting system at Chaulpatty Road and other places in Ward No.34. Estimated Amount : Rs.1,86,023.82. Earnest Money : Rs.4,000.00. 8. NIT NO. : LTG/133/WD-32/BR-III/I-23-24 Name of the work : Improvement of street lighting arrangements at Bagmari Lane, CIT Scheme VII-M and other places in Ward No.32. Estimated Amount : Rs.2,98,308.68. Earnest Money : Rs.6,000.00. Period of Completion : 30 Days (for SI.No. 6 to 8).	9. NIT NO. : LTG/100/WD-35/BR-III/I-23-24 Name of the work : Improvement of street lighting arrangements at N.M. Road, K.G. Bose Sarani and other places under Ward No.35. Estimated Amount : Rs.2,98,580.95. Earnest Money : Rs.6,000.00. 10. NIT NO. : LTG/86/WD-30/BR-III/I-23-24 Name of the work : Supply & delivery of Led lights at N.N. Road, M.M. Road & different places in Ward No.30. Estimated Amount : Rs.1,97,990.17. Earnest Money : Rs.4,000.00. Period of Completion : 20 Days (for SI.No. 9 & 10). 11. NIT NO. : LTG/83/WD-13/BR-III/I-23-24 Name of the work : Renovation work of street lighting system by Led lights at Adhar Chandra Das Lane, G.P.S. Lane & diff. places in Ward No.13. Estimated Amount : Rs.1,99,264.21. Earnest Money : Rs.4,000.00. Period of Completion : 30 Days. 12. NIT NO. : LTG/85/WD-13/BR-III/I-23-24 Name of the work : Supply & delivery of Led lights at Gurudas Dutta Garden Lane & other places in WD No.13. Estimated Amount : Rs.2,98,002.31. Earnest Money : Rs.6,000.00. Period of Completion : 20 Days. 13. NIT NO. : LTG/06/COM/BR-III/I-23-24 Name of the work : Operation & maintenance of electrical installation in all labour quarters under Br.-III, KMC. Estimated Amount : Rs.3,19,944.40. Earnest Money : Rs.6,500.00. 14. NIT NO. : LTG/29/MKT/BR-III/I-23-24 Name of the work : Annual maintenance contract for CCTV system at Kankurgachi Municipal Market under Borough-II, KMC. Estimated Amount : Rs.1,43,016.00. Earnest Money : Rs.3,000.00. Period of Completion : 365 Days (for SI.No. 13 & 14). 15. NIT NO. : LTG/102/WD-31/BR-III/I-23-24 Name of the work : Improvement of street lighting arrangements at CIT Road Sch. VI-M (Near Phool Bagan Police Station), Motilal Basak Garden Lane and other places in WD No.31. Estimated Amount : Rs.2,93,443.06. Earnest Money : Rs.6,000.00. 16. NIT NO. : LTG/99/WD-33/BR-III/I-23-24 Name of the work : Improvement of street lighting arrangements at 1. Janmenjoy Road (Both Side) Statue Illumination in Ward No.33. Estimated Amount : Rs.2,49,385.69. Earnest Money : Rs.5,000.00. Period of Completion : 30 Days (for SI.No. 15 & 16). Last date of submission of Bid : 08.07.2023 at 1 p.m. (for SI.No. 1 & 2), 05.07.2023 at 1 p.m. (for SI.No.3), 10.07.2023 at 1 p.m. (for SI.No.4,6,7), 10.07.2023 at 12 noon (for SI.No. 5,8,9), 11.07.2023 at 12 noon (for SI.No. 10 to 12) and 07.07.2023 at 12 noon (for SI.No. 13 to 16). The bid forms and other details are available on & from 27.06.2023 at 2 p.m. (for SI.No. 1 & 2), 23.06.2023 at 1 p.m. (for SI.No.3), 27.06.2023 at 5 p.m. (for SI.No. 4,6,7), 27.06.2023 at 12 noon (for SI.No. 5 ,8,9), 26.06.2023 at 5 p.m. (for SI.No. 10 to 12), and 26.06.2023 at 12 noon (for SI.No. 13 to 16) from the website https://etender.wb.nic.in (for SI.No. 1 to 16).
Corrigendum	NIT NO. KMC/XIII/

ভারতে বিশ্বকাপ, ‘আশা’ দেখছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক

ঢাকা, ২৭ জুনঃ আর কোনও অনুমান নয়। সরকারি ভাবেই ঘোষণা হয়ে গেল বিশ্বকাপের সূচি। ২০১১-এর পর ফের উপমহাদেশে ওডিআই ক্রিকেট বিশ্বকাপের আসর। তবে ২০১১ সালে মিলিত ভাবে বিশ্বকাপ আয়োজন করেছিল ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা। এ বার একক ভাবে বিশ্বকাপের আয়োজক ভারত। উপমহাদেশে টুর্নামেন্ট হওয়ায় ভালো ফরের নজর থাকবে প্রতিবেশি দেশ বাংলাদেশেরও। বিশ্বকাপের সূচি প্রকাশের পর কী বলছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক তামিম ইকবাল? ৭ রায়িক্সের বিচারে সরাসরি আটটি দল খেলারে যোগ্যতা অর্জন করেছে। দশ দলের বিশ্বকাপে বাকি দুটি স্থানের লড়াই চলছে জিম্বাবোয়েতে। সুপার সিল্প থেকে দুটি দল ভারতে বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নেবে। বাংলাদেশ ক্রিকেট দল সরাসরি বিশ্বকাপে খেলছে। টুর্নামেন্ট শুরু হবে ৫ অক্টোবর। ৭ অক্টোবর আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ধরমশালায় অভিযান শুরু করবে বাংলাদেশ। বিশ্বকাপ সূচি নিয়ে আইসিসিকে বাংলাদেশ অধিনায়ক তামিম ইকবাল বলছেন, “ক্রিকেট এটাই স্ট্রেট ইন্ডেন্ট। ওয়ান ডে বিশ্বকাপের সঙ্গে আর কিছুই তুলনা হয় না। এখানে রিল্যান্ড হওয়ার সুযোগ নেই। সামর্যগ্ণই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে।” আফগানিস্তানের পরই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামছে বাংলাদেশ। এই ম্যাচটিও ধরমশালা স্টেডিয়ামে। তামিম আরও বলছেন, “ভারতের মাটিতে খেলা সবসময়ই উপভোগ



করি। বিদ্যুৎ বেলে যাওয়া গ্যালারি। দুর্দান্ত স্টেডিয়াম। ক্রিকেটের জ্ঞান রয়েছে এজন্য সর্মথক। ভারতের যেখানেই খেলোছি, আমরা সর্মথন পেয়েছি। ওডিআই-তে আমরা ভালো খেলেছি। বিশ্বকাপেও ভালো পারফরম্যান্সের জন্য মুখিয়ে রমেছি।” অতীতে চোখ রাখতে দেখা যাবে, বাংলাদেশ ৫০ ওভার ফর্ম্যাটে বরাবরই ভালো পারফর্ম করে। ২০১৫ সালে বিশ্বকাপের নকআউটে পা দিয়েছিল বাংলাদেশ। ২০১৯ সালেও খারাপ খেলেনি টিম। কিন্তু এটাও মাথায় রাখতে হবে, বাংলাদেশ কখনওই ওয়ান ডে বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্টে শেষ চারে পা রাখতে পারেনি। তবে এ বার সেই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে পারেন সাকিবরা। ভারতীয় উইকেটের চরিত্র বাংলাদেশের মতোই। ফলে চেনা বাইশ গজ এবং চেনা পরিবেশেই নামবে বাংলাদেশ টিম। যদি নিজেরদের সেরাটা দিতে পারেন সাকিবরা, তা হলে অঘটন ঘটিয়ে সেমিফাইনালে যেতেই পারে বাংলাদেশ। দশ দলের টুর্নামেন্ট এ বারও হবে রাউন্ড রবিন ভিত্তিতে। প্রতিটি দল পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। পয়েন্ট টেবলে সেরা চারটি দল সেমিফাইনালে জায়গা করে নেবে। বাংলাদেশের ম্যাচ রয়েছে- আফগানিস্তান (৭ অক্টোবর), ইংল্যান্ড (১০ অক্টোবর), নিউজিল্যান্ড (১৪ অক্টোবর), ভারত (১৯ অক্টোবর), দক্ষিণ আফ্রিকা (২৪ অক্টোবর), কোয়ালিফায়ার ১ (২৮ অক্টোবর), পাকিস্তান (৩১ অক্টোবর), কোয়ালিফায়ার ২ (৬ নভেম্বর), অস্ট্রেলিয়া (১২ নভেম্বর)।

বিশ্বকাপের পাঁচটি ম্যাচ ক্রিকেটের নন্দনকাননে মোদি স্টেডিয়ামে ভারত-পাক

মুম্বই, ২৭ জুনঃ দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান। ভারতের মাটিতে আগামী অক্টোবর-নভেম্বর মাসে আইসিসি ওডিআই বিশ্বকাপ। খসড়া সূচি প্রকাশ্যে এসেছিল আগেই। মঙ্গলবার সকালে মুম্বইয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হল বিশ্বকাপের সূচি। আইসিসির সিইও জিওফ অ্যালেরডাইস, বিসিসিআই সচিব জয় শাহ, বীরেন্দ্র শেহওয়াগ, মুখায়া মুরলিধরন সূচি ঘোষণা করলেন। আর এরই সঙ্গে বেজে গেল বিশ্বকাপের দামামা। আজ থেকে ঠিক ১০০ দিন পর ভারতের মাটিতে শুরু হচ্ছে ওডিআই বিশ্বকাপ। ধর্মশালা, দিল্লি, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, মুম্বই, কলকাতা, লখনউ, গুয়াহাটি, পুনে, হায়দরাবাদ- মোট ১০টি ভেতরে ৪৮টি ম্যাচ খেলা হবে। টুর্নামেন্ট হবে রাউন্ড রবিন ফরম্যাটে। মোট ৪৫টি গ্রুপ পর্বের ম্যাচ। পাকিস্তানের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারত-পাক ম্যাচ হচ্ছে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে। ইডেন গার্ডেন্স পাচ্ছে মোট পাঁচটি ম্যাচ। ১৬ নভেম্বর দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচ হচ্ছে কলকাতায়। ইডেন যে সেমিফাইনাল ম্যাচ পাচ্ছে সেই খবর আগেই ছিল। আনুষ্ঠানিক ঘোষণার তাতে সিলমোহর পড়ল। বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে ৫ অক্টোবর। ১৯ নভেম্বর হবে ফাইনাল ম্যাচ। উদ্বোধন ও ফাইনাল দুটি ম্যাচেরই ভেনু আমোদবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম। ৫ অক্টোবর নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড দ্বৈরথ দিয়ে। ২০১৯ সালে ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছিল এই দুটি টিম। ভারতীয় দল অভিযান শুরু করবে এর ঠিক তিনদিন পর। ৮ অক্টোবর চেন্নাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ খেলবে ভারত। ১৩ অক্টোবর লখনউয়ের মাঠে নামবে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। বহু প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ খেলা হবে আমোদবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে। ২০১৯ সালে শেষবার ওডিআই বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি



ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ খেলা হবে আমোদবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে। ২৯ অক্টোবর ভারত-ইংল্যান্ড ম্যাচ রয়েছে লখনউতে। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলা হবে কলকাতায়। ১২ নভেম্বর পাকিস্তান-ইংল্যান্ড হাইড্রোস্টেজ ম্যাচ দিয়ে শেষ হচ্ছে ওডিআই বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব। দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ খেলা হবে ওয়াংখেডে স্টেডিয়াম ও ইডেন গার্ডেন্সে। ১৫ নভেম্বর প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ রয়েছে ওয়াংখেডে স্টেডিয়ামে। দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচ কলকাতায়। সেমিফাইনাল ম্যাচে রিজার্ভ ডে

থাকছে। ১৯ নভেম্বর বিশ্বকাপের মেগা ফাইনাল আমোদবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে। ২০ নভেম্বর দিন থাকছে রিজার্ভ ডে হিসেবে। তিনটি নকআউট ম্যাচ শুরু হবে দুপুর ২টো থেকে। ২৭ বছর পর বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ম্যাচ হবে ইডেন গার্ডেন্সে। আগের থেকে অনেক বদলেছে ক্রিকেটের নন্দনকানন। ইডেন এ বার পেয়েছে বিশ্বকাপের ৫টি ম্যাচ। যার মধ্যে ১টি আবার বিরাট কোহলির জন্মদিনে। শহরবাসী ইডেনে বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখার জন্য প্রহর গোনা শুরু করে দিল। তিলোত্তমায় এ বারের বিশ্বকাপ যে ক’টি ম্যাচ পেয়েছে তার মধ্যে বিশেষ নজরে থাকবে ২টি ম্যাচ। এক, বিরাট কোহলির জন্মদিনে ভারতের যে ম্যাচটি হবে। কারণ, ওই ম্যাচে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ভারত খেলবে। দুই, দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচটি।

এক ঝলকে দেখে নিই ইডেনে রয়েছে কবে, কোন ম্যাচ- ইডেন গার্ডেন্সে এ বারের বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচটি হবে ২৮ অক্টোবর। সেই ম্যাচটি খেলবে সাকিব আল হাসানের বাংলাদেশ। প্রতিপক্ষ থাকবে কোয়ালিফায়ার ১ এর দল। দুপুর ২টো নাগাদ হবে সেই ম্যাচটি। ক্রিকেটের নন্দনকাননে এ বারের বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্যাচটি হবে ৩১ অক্টোবর। সে দিন পাকিস্তান নামবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। ওই ম্যাচটিও হবে দুপুর ২টো থেকে। কলকাতা এ বারের বিশ্বকাপের তৃতীয় ম্যাচটি পেয়েছে বিরাট কোহলির জন্মদিনে (৫ নভেম্বর)। ক্রিকেটের নন্দনকাননে সেই ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলবে ভারত। ইডেন ২০২৩ এর বিশ্বকাপের চতুর্থ ম্যাচটি পেয়েছে ১২ নভেম্বর। সেই ম্যাচে ইংল্যান্ডের প্রতিপক্ষ বাবর আজমের পাকিস্তান। ওই ম্যাচটিও হবে দুপুর ২টো থেকে। ১৬ নভেম্বর ইডেনে হবে এ বারের বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল। সেই ম্যাচটিও হবে দুপুর ২টোতে।

৩৫০ কোটি টাকা দিয়ে তৈরি হচ্ছে বারাণসী ক্রিকেট স্টেডিয়াম, কবে শেষ হবে কাজ?

লখনউ, ২৭ জুনঃ বিশ্বের সবথেকে বড় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম রয়েছে ভারতে। ওই স্টেডিয়ামটির নাম নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম। সেটি রয়েছে আমোদবাদের। এ বার উত্তরপ্রদেশে আরও এক নতুন স্টেডিয়াম হওয়ার পথে। ৬৫০ কোটি টাকা ব্যয় হবে এই স্টেডিয়াম গড়তে। বারাণসীতে তৈরি হচ্ছে ওই ক্রিকেট স্টেডিয়ামটি। ২০২৪ সালের শেষে তা সম্পূর্ণ হওয়ার কথা। উত্তরপ্রদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওই স্টেডিয়ামটির জন্য জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। বারাণসী স্টেডিয়ামে কতজন একসঙ্গে বসে খেলা দেখতে পারবেন? এখন এই প্রশ্ন উঠছে ক্রিকেট প্রেমীদের মনে। ২০১৯ সাল নরেন্দ্র মোদি বারাণসী থেকে ভোট জিতেছিলেন। নতুন স্টেডিয়ামটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সপসদীয এলাকা, সেই বারাণসীতে তৈরি হচ্ছে। এই স্টেডিয়ামে দর্শক আসন সংখ্যা থাকছে ৩০ হাজার। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে,



প্রায় ৩১ একর জমির উপর এই স্টেডিয়ামটি তৈরি হচ্ছে। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে ওই স্টেডিয়ামটির জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। ৩১ জন জমির মালিকদের যার জন্য ১১০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। এই স্টেডিয়ামটি পরিচালনা করবে বিসিসিআই। যার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি লিজ নিয়েছে বিসিসিআই। সরকারকে বোর্ড এর জন্য বার্ষিক একটি নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করবে। ক্রীড়া ও যুব কল্যাণের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব নবনীত সেহগাল জানান যে, জমিটি উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে (ইউপিএসিএ) হস্তান্তরিত করা হয়েছে। লার্সেন অ্যান্ড টুরকো এর নোডাল এজেন্সি করা হয়েছে। বর্তমানে স্টেডিয়ামের নকশা চূড়ান্ত করার কাজ চলছে। নকশা ও মানচিত্রের অনুমোদন হলেই নির্মাণকাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। তিনি আরও বলেন, “উত্তরপ্রদেশে প্রতিভাবান ক্রিকেটাররা রয়েছে। সুব্রত রায়না, কুলদীপ যাদব, লেগ-স্পিনার পীযুষ চাওয়ার, জেরো ক্রোয়াচের প্রবীণ কুমার এবং দুরন্ত ব্যাটার ও ফিল্ডার মহম্মদ কাইফের মতো বিখ্যাত খেলোয়াড়রা উত্তরপ্রদেশের। শুধু তাই নয়, উত্তরপ্রদেশের ক্রিকেটাররা আইপিএল এবং অন্যান্য লিগেও ভালো পারফর্ম করছে।” একইসঙ্গে তিনি জানান, ওই স্টেডিয়ামটি উত্তরপ্রদেশকে ক্রীড়ার পাণ্ডুর হাউস বানানোর একটি নিদর্শন হতে চলছে।

বিশ্বকাপে ভারত পারবে, ভরসা রাখছেন সৌরভ! বিরাট এবং রোহিত নিয়ে বড় বয়ান দাদার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুনঃ আসর একদিনের বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর থেকে ভারতীয় ক্রিকেট সর্মথকদের মধ্যে উত্তেজনা চরমে। এতক্ষণে মোটামুটি সবাই জেনে গেছেন ভারতের খেলা কবে কবে এবং কোন কোন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করা হয়েছিল ভারতের দুই সবচেয়ে



সিনিয়র ব্যাটসম্যান রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির কি এটাই শেষ বিশ্বকাপ? তারা কি পারবেন যাওয়ার আগে ভারতকে চ্যাম্পিয়ন করে যেতে? সৌরভ বলেন, তিনি খুব বেশি আবেগ দিয়ে বিচার করেন না। তার মনে হয় বিরাট এবং রোহিতের যা বয়স তাতে তারা পরের বিশ্বকাপ খেলবেন না সেটা জোর দিয়ে বলা যায় না। কিন্তু ঘরের মাঠে এই বিশ্বকাপ জয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সিনিয়র দুই ব্যাটসম্যানের পারফরম্যান্স লাগবে তা নিয়ে সন্দেহ নেই সৌরভের। সৌরভ জানিয়েছেন অতীতে বিশ্বকাপে

রোহিতের ভারতকে বিশ্বকাপের ফাইনালে দেখতে পাচ্ছেন বীরু-মুরলি

মুম্বই, ২৭ জুনঃ ১০ টিমের মহাযুদ্ধ। সব মিলিয়ে দেড় মাসের টুর্নামেন্টে ৪৮টা ম্যাচ। ৫ অক্টোবর শুরু বিশ্বকাপ। ১৯ অক্টোবর আমোদবাদের ফাইনাল। সব মিলিয়ে ১০টা শহরে আয়োজন করা হবে বিশ্বকাপে নানা ম্যাচ। রবিন ক্রিকেট মেলায় ভারতের মাটিতে শেষ পর্যন্ত কোন টিম হবে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা শুরু হয়ে গেল। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, যমিন থাকবেন আলোচনায়, পাকিস্তানের বাবর আজম, বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান, অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড ওয়ার্নার, ক্যামেরন গ্রিন, ইংল্যান্ডের বেন স্টোকসরা থাকবেন সর্মথকদের চর্চায়। অলরাউন্ডাররা কি এ বারের বিশ্বকাপে কি-ক্যান্ট্রি হবেন? কার ব্যাটে বইবে রানের বন্যা? এমন অনেক প্রশ্ন ঘুরছে। দুই প্রাক্তন ক্রিকেটার বিশ্বকাপের সূচি মধ্যে আগাম অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেলেন। বীরেন্দ্র শেহওয়াগ ও মুখায়া মুরলিধরন কী বললেন?

অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারেন বেন স্টোকসরা। বীরুর মতোই মুখায়া মুরলিধরনেরও বাজি এই চারটে দল। কে হতে পারেন বিশ্বকাপের টপ স্কোরার? শেহওয়াগ বলছেন, “বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, ডেভিড ওয়ার্নারদের এগিয়ে রাখতে হবে।

মাঠে ওদের সেরাটিই দেবে।” সেই সঙ্গে মুরলীর যুক্তি, “ভারতীয় পিচ থেকে সাহায্য পাবে আদিল রশিদ, রশিদ খানের মতো স্পিনাররা। এটাও মাথায় রাখতে হবে যে, বিশ্বকাপে স্পিনাররা ডমিনেট করবে। ভারতীয় টিমে জাডেজার মতো অভিজ্ঞ স্পিনার থাকটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।”



বিরাট রানের মধ্যে আছে। রোহিত ভারতের নেতৃত্ব দেবে। ওর ওয়ান ডে ট্র্যাক রেকর্ড বরাবর ভালো। ওয়ার্নারকেও বাদ দেওয়া যাবে না। বিরাট আর রোহিত কিন্তু ৫০০র বেশি রান করতে পারে বিশ্বকাপে।” মুরলী কিন্তু বলে দিলেন, “বিরাটের পাশাপাশি বাবর আজমকে রাখতে হবে। ও যথেষ্ট ফর্মে রয়েছে। আর ইংল্যান্ডের জো রুটকেও রাখতে হবে তালিকায়।” ভারতীয় উমহাদেশে কারা বল হাতে ধারাবাহিক পারফর্ম করবেন? বীরেন্দ্র শেহওয়াগ। গত বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইংল্যান্ড। ভারতের মাটিতে নিয়মিত আইপিএল খেলার

সচিনের সবচেয়ে বেশি ওয়ান ডে সেঞ্চুরির রেকর্ড ভাঙতে পারবেন বিরাট? বীরু বলেন, “ভালো ফর্মে থাকলে বিরাট কিন্তু সচিনের রেকর্ডটাও ভেঙে দিতে পারে। তবে উইকেট ছুঁতে এলে চলবে না বিরাট। তবেই সেটা সম্ভব হবে।” এক বিশ্বকাপে রোহিতের ৫ সেঞ্চুরির রেকর্ড ভাঙা যাবে? মুরলী বলে দিলেন, “এটা বেশ কঠিন কাজ। তবে রেকর্ড তৈরিই হয় ভাঙার জন্য।” বিশ্বকাপের দুই ফাইনালিস্ট কারা হতে পারে? মুরলীর বাজি- ভারত ও ইংল্যান্ড। শেহওয়াগ আবার বলছেন, ভারত ও অস্ট্রেলিয়া।

এনসিএতে রিইউনিয়ন চাহাল-সিরাজদের সঙ্গে খুনসুটিতে ঋষভ পঙ্হ

বেঙ্গালুরু, ২৭ জুনঃ ইয়ে দোস্তি হাম নেহি তোডেঙ্গে অনেকদিন পর সতীর্থদের সামনে পেয়ে এই গানের বুলিই হয়তো আঙড়াছিলেন ঋষভ পঙ্হ। বর্তমানে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহাবের রয়েছেন ভারতের তরুণ ক্রিকেটার ঋষভ পঙ্হ।

মতো কষ্ট দেখা যায়নি। ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনার বলে পড়েছিলেন ঋষভ পঙ্হ। ভাগ্যের জেরে প্রাণে বেঁচে যান তিনি। একাধিক অস্ত্রোপচারের পর ঋষভ পঙ্হ দীর্ঘদিন ধরে এনসিএতে রিহাব করছেন। প্রায়শই ঋষভ নিজের হেলথ আপডেট



জানান সোশ্যাল মিডিয়ায়। এ বার এনসিএতেই ঋষভের সঙ্গে দেখা হয়েছে লোকেশ রাহুল, মহম্মদ সিরাজ, যুজবেন্দ্র চাহাল ও শার্দূল ঠাকুরদের। ঋষভের মতো লোকেশ রাহুলও এনসিএতে রিহাব পর্ব কাটিয়েছেন। আইপিএল চলাকালীন সেটি পেয়েছিলেন কেএ রাহুল। কিছুদিন আগে তাঁর খাই সার্জারি হয়েছিল। আসলে, সামনেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর। তার জন্যই বিশেষ অনুশীলন করতে মহম্মদ সিরাজ, যুজবেন্দ্র চাহাল ও শার্দূল ঠাকুররা পৌঁছে গিয়েছেন জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে। সেখানে ডিভিএস লক্ষ্যের অধীনে ভারতীয় ক্রিকেটাররা বিশেষ অনুশীলন করছেন। ঋষভ পঙ্হ ও লোকেশ রাহুল ছাড়াও চোটের কারণে এনসিএতে রিহাবের রয়েছেন শ্রেয়াস আইয়ার ও জসপ্রীত বুমাও।

ইন্ডিজ সফর। তার জন্যই বিশেষ অনুশীলন করতে মহম্মদ সিরাজ, যুজবেন্দ্র চাহাল ও শার্দূল ঠাকুররা পৌঁছে গিয়েছেন জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে। সেখানে ডিভিএস লক্ষ্যের অধীনে ভারতীয় ক্রিকেটাররা বিশেষ অনুশীলন করছেন। ঋষভ পঙ্হ ও লোকেশ রাহুল ছাড়াও চোটের কারণে এনসিএতে রিহাবের রয়েছেন শ্রেয়াস আইয়ার ও জসপ্রীত বুমাও।

এবার ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের আয়োজক সৌদি আরব

কাতার, ২৭ জুনঃ প্রথমবারের মতো এটিপির (অ্যাসোসিয়েশন অব টেনিস প্রফেশনালস) কোনো টুর্নামেন্ট আয়োজনের অপেক্ষায় আছে সৌদি আরব। এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসেনি, তবে সৌদির পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড ও অন্য বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এটিপির প্রধান আন্দ্রে গাউদেনজিগের ইতিবাচক আলোচনাই হয়েছে। এমন গুজবের মধ্যেই নতুন সুখবর পেল সৌদি আরব। ২০২৬ ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ আয়োজন করবে সৌদি আরব। গতকাল এক বিবৃতিতে সৌদি ফুটবল ফেডারেশন ও ফিফা সৌদির প্রথমবারের মতো ক্লাব বিশ্বকাপ আয়োজনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এবারের ক্লাব বিশ্বকাপ হবে ডিসেম্বরের ১২ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত। ক্লাব বিশ্বকাপের সব কটি ম্যাচই হবে জেদ্দায়। সৌদি সফর শেষে ফিফা তাদের ওয়েবসাইটে এই ঘোষণা দিয়েছে। সৌদি ফুটবলের অবকাঠামো ক্লাব বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য যথেষ্ট কি না, তা দেখতে জেদ্দায় গিয়েছিল ফিফার একটি প্রতিনিধি দল। কিং আবদুল্লাহ স্পোর্টস সিটি স্টেডিয়াম, প্রিন্স আবদুল্লাহ আল ফয়সাল



স্টেডিয়ামসহ অন্য ফুটবলারদের অনুশীলন ও অবকাশনের সুবিধায় সম্ভ্রুত ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা। সৌদি ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি ইয়াসের আল মিশেল ক্লাব বিশ্বকাপ আয়োজনকে সৌদির সুযোগ হিসেবে দেখছেন, “সৌদি আরবের বর্তমান এই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় ক্রীড়া প্রধান নিয়ামক। এটা সৌদি আরবকে ক্রীড়াবিশ্বের অন্যতম রোমাঞ্চকর ও দ্রুত বর্ধনশীল রাষ্ট্র হিসেবে

প্রতিষ্ঠিত করবে। আমরা বিশ্বাস করি, ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ আমাদের ফুটবলকে এগিয়ে নিতে ও সর্মথকদের অনুপ্রাণিত করার বড় একটা সুযোগ।” ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের সর্বশেষ টুর্নামেন্ট হয়েছে মরক্কোতে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে। যেখানে সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালকে হারিয়ে পঞ্চমবারের মতো শিরোপা জিতেছিল স্প্যানিশ ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ। এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে মরক্কোয় হওয়া

সর্বশেষ ক্লাব বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল ৬ মহাদেশ চ্যাম্পিয়নসহ ৭টি দল। চলতি বছরের শেষ দিকে সৌদি আরবেরও সমানসংখ্যক দল অংশ নেবে। তবে ২০২৫ সাল থেকে ক্লাব বিশ্বকাপে ৬২টি দল অংশ নেবে। এর মধ্যে ইউরোপ থেকে ১২টি, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ৬টি, আফ্রিকা, এশিয়া ও উত্তর-মধ্য আমেরিকা থেকে ৪টি করে ক্লাব থাকবে। বাকি দুটির একটি ওশেনিয়া মহাদেশের, আরেকটি আয়োজক দেশের। মানবাধিকার, বাক-স্বাধীনতায় কঠোরদৃষ্টি নানা বিতর্কে অনেক দিন ধরেই জড়িয়ে সৌদি আরবের নাম। মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি এখন খেলাধুলার মাধ্যমে বিশ্বের সামনে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে তুলতে চায়। যার অংশ হিসেবে ফুটবল, টেনিস, গলফে বিপুল অর্থ ঢালা হচ্ছে। ক্রিকেটে বিনিয়োগের কথাও শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ বিভিন্ন খেলায় এভাবে টাকা ব্যয়ের কার্যক্রমকে সমালোচকেরা ‘স্পোর্টস ওয়াশিং’ নামে অভিহিত করছেন। অনেক ক্রীড়াবিশ্লেষকই সৌদির এই ‘স্পোর্টস ওয়াশিং’ বন্ধ হওয়া উচিত বলে মনে করেন। তবে সব বিতর্ক তুড়ি মেয়ে উড়িয়ে দিয়ে ঠিকই এগোচ্ছে সৌদি।